ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 June, 2023 ■ আগরতলা ৪ জুন, ২০২৩ ইং ■ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বগি কেটে বের করা হচ্ছে মৃতদেহ, পাশের স্কুলেই তৈরী করা হল অস্থায়ী মর্গ

ওড়িশার বালেশ্বরে দুর্ঘটনাগ্রস্থ করমন্ডল এক্সপ্রেস।

ওড়িশায় করমন্ডল দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ২৮৮, আহত ৯০০

বালেশ্বর, ৩ জুন (হি.স.)।। ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২২৮-তে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন ৯০০ জনেরও বেশি যাত্রী। উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। ওড়িশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জানা জানিয়েছেন, এনডিআরএফ, ওডিআরএএফ, সেনাবাহিনী ও দমকল কর্মীরা সর্বশেষে বগিটি কেটে উদ্ধারকাজ চালিয়েছেন।

শনিবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, 'এটা একটি বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রেল, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং রাজ্য সরকার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। সম্ভাব্য সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। গতকাল ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।' এদিন দুপুরে দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রেলমন্ত্রী বলেন, 'উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে এবং আমরা নিশ্চিত করব ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে।'

শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারত যাওয়ার জনপ্রিয়তম ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বহু মানুষ প্রতিদিন ওই ট্রেনে চড়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান চিকিৎসা করাতে। ঘড়ির কাঁটা তখন ৭টা পেরিয়েছে সদ্য। ওড়িশার বালেশ্বর স্টেশন পেরনোর পর আচমকাই বিকট শব্দ। ক্রমশ গতি কমতে থাকে করমণ্ডলের। একাধিক কামরা ডান দিকে হেলে পড়তে থাকে বিপজ্জনক ভাবে। করমণ্ডলের বেলাইন হওয়া কামরা গিয়ে পড়ে পাশের ডাউন লাইনের উপর। ডাউন লাইনের উপর আড়াআড়ি গিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

'বালেশ্বরের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে রেল' দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

বালেশ্বর, ৩ জুন (হি.স.)।। 'এই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে রেল। যাতে আগামী দিনে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।' বালেশ্বরের মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তিনি দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দেন।

শুক্রবার রাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরই শোকপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার তিনি যান দুর্ঘটনাস্থলে। কথা বলেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের সঙ্গে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে ঘুরে দেখেন গোটা দুর্ঘটনাস্থল। বুঝে নেন কীভাবে ঘটল বিপর্যয়। সেখান থেকে আহতদের দেখতে যান হাসপাতালেও। তারপর আরও একবার মৃতদের জন্য সেই একই ভাষায় শোকপ্রকাশ করলেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "এই দৃশ্য ভীষণ বেদনানায়ক। যারা আহত তাদের সুস্থ করার জন্য সরকার কোনওরকম ত্রুটি রাখবে না।" মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মোদী বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ উত্তপ্ত উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জুন।। নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে আসামি গ্রেফতার ইস্যুতে উত্তপ্ত উদয়পুর।নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্ত সব আসামি গ্রেফতারের দাবিতে আজ উদয়পুর গোমতি জেলা পুলিশ সুপারের সাথে মিলিত হন এভিবিপি উদয়পুর নেতৃত্ব এক ডেপুটেশনে মিলিত হন। তাদের দাবি অবিলম্বে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে।ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এভিবিপী উদয়পুর বিভাগীয় কমিট।সংবাদ সূত্রে জানা যায় নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে এখনো পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় প্রচুর ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কদমতলা থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে।গোপন খবরের ভিত্তিতে কদমতলা থানাধীন বাঘন এলাকা থেকে ৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বহিঃ রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলাম বাজার ৫নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা তাজুল ইসলামকে আটক করে পুলিশ। এছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক মেনেজার বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় অভিযুক্ত চারজনকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধীস্বত্ত দাস হত্যাকান্ডের ঘটনায় চার আসামীর যাবজ্জীবনের সাজা ঘোষণা করল পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শনিবার রায়দান পর্ব শেষে জানান স্পেশাল পিপি সম্রাট কর ভৌমিক। ২০১৯ সালের ৩ ও ৪ আগাস্ট মধ্যরাতে শহরের বুকে ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড। শহরের জ্যাকসন গেইট এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রামনগরের বাসিন্দা ধর্মনগরের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধীস্বত্ত দাস।

উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে। পরে কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধীস্বত্ত দাসের। এরপর হত্যাকান্ডের তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় চার অভিযুক্তের নাম উঠে আসে তারা প্রত্যেকেই শহরের নামিদামি ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। গ্রেপ্তার করা হয় কালিকা জুয়েলার্সের কর্ণধারের ছেলে সুমিত চৌধুরী ওরফে বাবাই, কলেজটিলা এলাকার ঠিকেদার সুমিত বণিক ওরফে বাপী, ট্রাফিক পুলিশের প্রাক্তন ইন্‌সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস এবং সোয়েব মিঞা ওরফে ওমর শরিফ শরিফ। চারজনই শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি।

শুক্রবার মামলার হত্যাকান্ডের চার বছর পর দীর্ঘ সুনানী শেষে ৫৬ জনের সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণের পর পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালত চার জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। শনিবার পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালত চার আসামীর সাজা ঘোষণা করে। এদিন আদালত চার আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুপিলংয়ে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। জলাশয়ের পাশে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কিল্লা থানার খুপিলং বাজার সংলগ্ন এলাকায় ওই মৃতদেহকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষ সাথে সাথে কিল্লা থানায় খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কিল্লা থানায় খবর আসে খুপিলং বাজার সংলগ্ন জলাশয়ের পাশে নবজাতকের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে এলাকাবাসী। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারে খুপিলং বাজার সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে লেফুঙ্গায় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের দাবিতে ১০৮বি জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন লেফুঙ্গা ব্লকের সিপাহি পাড়ার এলাকাবাসী।একমাস যাবৎ জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে শনিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়কে অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, প্রতিনিয়ত ওই এলাকায় জল সরবরাহ করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, লেফুঙ্গা ব্লকের সিপাহি পাড়ায় পানীয় জলের সমস্যা ভুগছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ একমাস যাবৎ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের আরও অভিযোগ, ওই পাড়ায় রাস্তার বেহাল দশা হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও জলের ও রাস্তা সংস্কারের সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি।

তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে রবিবার সকালে পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ১০৮বি জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ওই এলাকায় জল সরবরাহ প্রদান করতে হবে এবং রাস্তা সংস্কার করা হোক। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলসীমুড়া সীমান্তের জিরো পয়েন্টে নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ জুন।। নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ ভারত - বাংলা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় বক্সনগর কলসীমুড়া নগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় মানুষ মৃতদেহ দেখতে পেয়ে বিএসএফ জওয়ান সহ কলমচৌড়া থানার পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। এই ঘটনা আত্মহত্যা না কি খুন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বক্সনগর কলসীমুড়া নগর এলাকার এক কৃষক সীমান্তের ওপারে জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তখন গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। সাথে সাথে তিনি কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান সহ কলমচৌড়া থানার পুলিশকে ঘটনাটি জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথমে মৃত ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক তা জানা যাচ্ছিল না। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন থানা গুলিতে খবর নিয়ে দেখা যায় গত কিছুদিন ধরে বিশালগড় থানাধীন রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা পিটু দাস নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। তিনি পেশায় সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। তখন বিশালগড় থানায় পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এসে মৃতদেহের ছবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপরাধ দমনে কঠোর পশ্চিম জেলার পুলিশ, রাতে টহলদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার রাতে পুলিশ সুপার কিরণ কুমারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল। শহরের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে পুলিশের টহলদারি আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন কিরণ কুমার।

এদিন তিনি বলেন, নেশাগ্রস্ত অবসায় গাড়ি চালাছিলেন তাদের মধ্যে ৩-৪জন যুবককে আটক করা হয়েছে।সাথে দুইটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, রাত যত বাড়তে থাকে একাংশ নেশাগ্রস্ত যুবকরা সক্রিয় হয়ে উঠেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যান বাহন নিয়ে রাস্তায় নামেন। এর ফলে প্রতিনিয়ত যান দূর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে গভীর রাতে শহরে পুলিশের টহলদারি থাকবে। রাজ্যবাসীও চাইছেন ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তিবজায় রাখতে এবং দূর্ঘটনা রোধে পুলিশ প্রসাশন এরকম অভিযান চালিয়ে যাক।

গরমে নাজেহাল রাজ্যবাসী

দাবদাহ অব্যাহত থাকবে আরও সাতদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল রাজ্যবাসী। স্বস্তির আভাস দিতে পারেনি হাওয়া অফিস। কবে নাগাদ বর্ষা ঢুকছে রাজ্যে তা নিয়েও সঠিক তথ্য নেই আবহাওয়া দপ্তরের কাছে। তবে আরও সাত দিন রাজ্যজুড়ে তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়ে দিল আগরতলা বিমানবন্দরে সংলগ্ন হওয়া অফিস। দেশের মৌসুম ভবন জানিয়ে দিল জোড়া ঘূর্ণিঝড়ে আশঙ্কা থাকলেও তার সৃষ্টি হতে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে লেগে যাবে। ইউরোপীয় আবহাওয়াবিদদের মতে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে দুটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা তৈরি হতেও জুন মাসের আট দশ লাগতে পারে।

তবে রাজ্যে ৬০ শতাংশ বৃষ্টির কমে যাওয়া কথা ও জানা গেছে হাওয়া অফিস সূত্রে। এবার বৃষ্টিপাত কতটা হবে এনিও সংশয় রয়েছে দপ্তর। কারণ কেরলের পর ত্রিপুরায় বর্ষা প্রবেশ করে এটা সবসময়ই হয়ে আসছে।কিন্তু কবে নাগাদ রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করবে তা নিয়ে এখনো সঠিক তথ্য দিতে পারেনি হাওয়া অফিস। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে উষ্ণ ও শুষ্ক বাতাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করায় তাপপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে গোটা পূর্ব ভারত জুড়ে। তবে পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে বাতাসে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরের স্তরে রয়েছে। ফলে মেঘ জমার সম্ভাবনা কম। জলীয় বাষ্প না থাকায় আকাশ পরিষ্কার।ফলে সকাল থেকেই সূর্যের চোখ রাঙানো শুরু হয়। বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ শুষ্ক হওয়ায় অস্বস্তি এবং ভপসা গরম জন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এই পরিস্থিতি কারণে নানা ধরনের রোগপীড়া বাড়ছে। সান স্ট্রোক, হৃদরোগ ,জন্ডিস উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা তাপমাত্রা বাড়ার কারণেই এই সমস্ত রোগের প্রভাব বাড়ছে। এই কথাগুলি রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের। তবে তাদের পরামর্শ মেনে চলার উপায়ও নেই সাধারন মানুষের। জীবন জীবিকার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তীব্র দাবদাহের মধ্যেও।

ফলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকে যায়। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাচ্ছে না পশু পাখি এবং গাছ পালাও। জলের অভাবে মাঠের ফসল নষ্ট হচ্ছে। প্রচন্ড গরমে মরশুমের ফল পচন ধরে যাচ্ছে। দামও কম গেছে অনেকটাই। তাতে চাষীদের মাথায় হাত। তবে গরমে হাত থেকে একটু স্বস্তি পেতে জলীয় ফলের উপর প্রচন্ড চাহিদা বেড়ে গেছে। বাজারগুলিতে এখন তরমুজ, ডাব, তালের আঁটি, আনারস এই ধরনের ফলের চাহিদা বেশি। বিক্রিও ভালো হচ্ছে। এমনটাই জানালেন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থাকা ফল বিক্রেতা মিলন দাস। তিনি বলেন ছোট তাল কুড়ি টাকা, একটু বড় হলে ৩০ টাকা আনারস গোটা ৩০ টাকা ডাব গোটা ৬০ টাকা এছাড়া তরমুজের দামও অনেকটাই বেশি। এই তুলনায় দাম পাচ্ছেনা আম কাঁঠাল বিক্রেতারা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১০ মিনিটের জন্যও কোন লোডশেডিং নেই ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ত্রিপুরায় লোডশেডিং নেই। ১০ মিনিটের জন্যও কোন লোড শেডিং নেই ত্রিপুরায়। আজ আচমকা বনমালীপুর বিদ্যুৎ দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন তিনি দপ্তরের চারিদিকের ঘন জঙ্গল, আবর্জনা ও অব্যবস্থাপনা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় জায়গার সংকট রয়েছে। তাই বিদ্যুৎ নিগমের ৪ একর জায়গাকে সংস্কার মাধ্যমে ব্যবহারের যোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিদ্যুৎ নিগম। এদিন তিনি দপ্তরের অপরিষ্কার অবস্থা দেখে এ বিষয়ে কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাননি। তিনি দপ্তরকে জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য ২০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন কর্মীদের। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন, দপ্তরকে নিজের বাড়ি ভেবে কাজ করুন এবং সময়মতো কাজ সম্পন্ন রাখুন।

তাঁর আরও দাবি, ত্রিপুরায় লোডশেডিং নেই। ১০ মিনিটের জন্যও কোন লোড শেডিং হচ্ছে না। কোনো কোনো জায়গায় ট্রান্সফরমার নষ্ট ও তার পুড়ে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ চলে যায়।

এদিন তিনি বলেন, ১৯১২ নম্বরে ঝড়বৃষ্টির সময় একসঙ্গে সহাস্রাধিক কল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৩১ ▫ ৪ জুন ২০২৩ ইং ▫ ২০ জ্যৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়নের বিপজ্জনকতা

পানীয় জল মানব জীবনে অপরিহার্য। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফেঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে।

ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।

কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, "প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।"জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ওডিশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতের ৯০০-রও বেশি, উদ্ধারকাজ অব্যাহত

বালেশ্বর, ৩ জুন (হি.স.): ওডিশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২৩৩-এ পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন ৯০০-র বেশি যাত্রী। উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে। ওডিশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জানা জানিয়েছেন, খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বগি এখনও রয়ে গিয়েছে। এনডিআরএফ, ওডিআরএএফ ও দমকল কর্মীরা ওই বগিটি কেটে উদ্ধারকাজের চেষ্টা চালাচ্ছেন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, 'এটা একটি বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রেল, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং রাজ্য সরকার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। সম্ভাব্য সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। গতকাল ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারত যাওয়ার জনপ্রিয়তম ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বহু মানুষ প্রতিদিন ওই ট্রেনে চড়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান চিকিৎসা করাতে। ঘড়ির কাঁটা তখন ৭টা পেরিয়েছে সদ্য। ওডিশার বালেশ্বর স্টেশন পেরনোর পর আচমকাই বিকট শব্দ। ক্রমশ গতি কমতে থাকে করমণ্ডলের। একাধিক কামরা ডান দিকে হেলে পড়তে থাকে বিপজ্জনক ভাবে। করমণ্ডলের বেলাইন হওয়া কামরা গিয়ে পড়ে পাশের ডাউন লাইনের উপর। ডাউন লাইনের উপর আড়াআড়ি গিয়ে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরা। তত ক্ষণে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটি মালগাড়ি করমণ্ডল এক্সপ্রেসের সামনে চলছিল। কোনও ভাবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে সেই মালগাড়ির পিছনে। মালগাড়ির পিছনে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ধাক্কার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন মালগাড়ির কামরার উপরে উঠে যায়। পিছনে বেলাইন হয়ে পড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটির বেশির ভাগ কামরা। সেই সময়ই উল্টো দিক থেকে আসছিল বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়াগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেন। যা লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে থাকা করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরার উপর দিয়ে চলে যায়। ডাউন লাইনে পড়ে থাকা করমণ্ডলের কামরার সঙ্গে সংঘর্ষে বেলাইন হয়ে যায় হাওড়াগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের একাধিক কামরা। ছিটকে পড়েন ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীরা।

শনিবার সকালে ওডিশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জানা জানিয়েছেন, এখনও এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯০০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন এবং বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক, জাজপুর এবং কটক জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। এ পর্যন্ত ২৩৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বগি বাকি রয়েছে; এনডিআরএফ, ওডিআরএএফ এবং ফায়ার সার্ভিস এখনও বগি কেটে জীবিত বা মৃতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে। ওডিশার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, বালেশ্বরের বাহানাগাতে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এক দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৩ জুন রাজ্য জুড়ে কোনও উদযাপন করা হবে না।

ওডিশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় স্তব্ধ রেলমন্ত্রী, বললেন উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবে

বালেশ্বর, ৩ জুন (হি.স.): ওডিশার বালেশ্বরে তিনটি ট্রেনের সংঘর্ষে প্রাণহানির ঘটনায় স্তব্ধ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে যান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। চারিদিক ঘুরে দেখেন তিনি। তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-সহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দলকে ধ্যন্যবাদ জানান তিনি। রেলমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা একটি বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রেল, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং রাজ্য সরকার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। সম্ভাব্য সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। গতকাল ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল উদ্ধার ও সহায়তা প্রদান। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত হবে এবং রেল নিরাপত্তা কমিশনারও একটি স্বাধীন তদন্ত করবেন।' উল্লেখ্য, তিনটি ট্রেনের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ২৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৯০০-রও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন।

আধুনিক আলকেমির জন্মকথা

আবুল বাসার

কানাডার মন্টিলে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা। সালটা ১৯০১। পরমাণুর অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে গবেষণা করছিলেন দুই বিজ্ঞানী। নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক সোডি। হঠাৎ পরীক্ষায় এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁদের চোখে পড়ল। গবেষণাগারে থোরিয়ামের সামান্য কিছু নমুণা রাখা ছিল। কোনো একভাবে সেই মৌলটা রূপান্তরিত হয়ে গেল রেডিয়ামে। অদ্ভুত ব্যাপার! চরম উত্তেজনায় সোডি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'মাই গড! এ তো দেখি ট্রান্সমিউটেশন!' তাঁকে শান্ত করতে পাশ থেকে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড হিসহিস করে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, সোডি, একে ট্রান্সমিউটেশন বলো না। সবাই আমাদের আলকেমিস্ট ঠাউরাবে।'

রাদারফোর্ডের এরকম আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। আসলে এককালে পরশ পাথরের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিল মানুষ। এসব মানুষের বিশ্বাস ছিল, এমন এক রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করা সম্ভব, যার স্পর্শে পারদ বা সীসা মূল্যবান সোনায় পরিণত হবে। কিংবা তা পান করলে মিলবে অমরত্ব। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ নিরন্তর এ চেষ্টা করে গেছে। সেজন্য উদ্ভট সব জাদুবিদ্যা বা তুকতাকের মতো অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রীয় আচার আর অদ্ভুত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এর চর্চাকারীরা। এর কিছু নমুনা পাওয়া যাবে সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর 'শঙ্কুর সুর্বণ সুযোগ' গল্পটিতে (আগ্রহীরা চাইলে পড়ে দেখতে পারেন)। অনেকে সারা জীবনও ব্যয় করেছেন এর খোঁজে। তারা যেন হতে চেয়েছেন রূপকথার সেই কিংবদন্তী রাজা মাইডাসের মতো, যার ছোঁয়ায় সবকিছুই পরিণত হতো মহামূল্যবান স্বর্ণে। কিন্তু হাজারো বছর মাথা কুটেও মেলেনি সেই মহার্ঘ বস্তু কিংবা বিশেষ পদ্ধতি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এদের ভালো চোখে দেখা হয় না। তাই এই পদ্ধতিকে এখন বলা হয় আলকেমি বা অপরসায়ন। আর তার চর্চাকারীদের বলা হয় আলকেমিস্ট বা অপরসায়নবিদ। এই বেলা বলে রাখি, এ শব্দের উৎপত্তি আরবি 'আল কিমিয়া' থেকে। কেমিস্ট্রি শব্দের উৎসও তাই।

যাহোক, মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন মিশর, পারস্য, ভারত, চীন, প্রাচীন গ্রিস, রোম, মুসলিম সভ্যতা ও সবশেষে ইউরোপে এই আলকেমির চর্চা হয়েছে। এমনকি সর্বকালের অন্যতম সেরা পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটনও যে গোপনে আলকেমির চর্চা করতেন, তার সাক্ষীসাবুদও পাওয়া গেছে সম্প্রতি।

একটু আগেই বলেছি, আলকেমিস্টরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে গেছেন, যা দিয়ে কমদামী ধাতুকে (সীসা বা লোহা) মূল্যবান ধাতুতে (যেমন স্বর্ণ) রূপান্তর করা যাবে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ট্রান্সমিউটেশন। বাংলায় বলা যায় রূপান্তর। কিন্তু সে যুগের গ্রিকসহ আরও কিছু সভ্যতায় পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব চারটি উপাদান দিয়ে গঠিত। মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস। অন্যদিকে ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল পঞ্চভূতে। অর্থাৎ আগের চারটি ছাড়াও আরেকটি উপাদানের কথা বিশ্বাস করতেন তাঁরা। সেটি আকাশ!

এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে এই সেদিন। মানে আঠারো শতকের দিকে। বলা চলে, ১৭৮৭ সালের দিকে আধুনিক রসায়নের সূচনা করেন ফরাসি বিজ্ঞানী অ্যান্তোনি ল্যাভোয়েসিয়ে (সত্যি বলতে, তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ আঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে)। তাঁর মতে, ওই চারটি বা পাঁচটি মৌলিক উপাদান যথেষ্ট নয়, বরং আরও বেশি। তাঁর হিসেবে সেই সংখ্যাটি ছিল ৩৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি মৌলের আবিষ্কর্তা তিনি নিজেই। সেগুলো দিয়েই মৌলিক উপাদানের একটা তালিকা তৈরি করেন ল্যাভোয়েসিয়ে। তিনি আরও বললেন, কোনো তুকতাক বা ম্যাজিক দিয়ে কোনো উপাদানকে আরেক উপাদানে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে আলকেমিস্টদের ভুল প্রমাণ করেন ল্যাভোয়েসিয়ে।

তাঁর হাতেই আসলে রসায়নের বিপ্লবের সূচনা হয়। কারণ পরের ৮২ বছর তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে শুরু করেন অন্যান্য রসায়নবিদেরা। অবশ্য ল্যাভোয়েসিয়েও পুরোপুরি ভুলের উর্ধে ছিলেন না। তবে শুরু হিসেবে তাঁর দিকনির্দেশনাকে ভালোই বলা যায়। ল্যাভোয়েসিয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুরু হলো নতুন আরেক যুগ। এর মধ্যে আবিষ্কৃত হলো আরও নতুন কিছু মৌল। ১৮৬৯ সালে রুশ রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্দেলিভ তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলগুলোকে বিশেষ ক্রম অনুসারে একটা তালিকায় সাজান। সেই তালিকাটাকে এখন পিরিওডিক টেবিল বা পর্যায় সারণি নামে সবাই চেনেন। মেন্দেলিভ ছাড়াও সে যুগে পর্যায় সারণি তৈরি করেছিলেন আরও কজন বিজ্ঞানী। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে তাঁরটাই ছিল সেরা। সে কারণেই সেটার মৌলিক কাঠামো এখনো এই আধুনিক যুগেও টিকে আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিষয়টা নিয়ে অবাক হন খোদ রাদারফোর্ডও। এই তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে নতুন এক পারমাণবিক মডেলের প্রস্তাব করেন তিনি। সেটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরে ১৯১৩ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে মিলে মডেলটা কিছুটা সংশোধন করেন।

একে বলা যায় মেন্দেলিভের আশ্চর্য কীর্তি। কারণ মৌলের ধাঁধাটা ছিল সে যুগে মাথা ঘোরানো। কিন্তু তার প্রায় আদ্যোপান্ত না জেনেই সমাধানের চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর তালিকায় হাইড্রোজেনকে রাখা হয়েছিল সবার শুরুতে। এরপর পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে বাকি মৌলগুলোকে পরপর সাজাতে থাকেন তিনি (সহজ করে বললে, কোনো পরমাণুর মোট ভরই আসলে পারমাণবিক ভর)। এভাবে সেকালে আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী মৌল ইউরেনিয়াম স্থান পায় তাঁর তালিকার একদম শেষে। মৌলগুলোকে গ্রুপেও ভাগ করেন তিনি। কলামগুলোতে মৌলগুলোর ধর্মের ভিত্তিতে সাজাতে থাকেন। সে সময়ের জানা কোনো মৌলের ধর্ম যদি ওই প্যাটার্নের সঙ্গে না মিলত, তাহলে জায়গা শূন্য রেখে দিতেন। এরকম তিনটি জায়গা ফাঁকা ছিল তাঁর তালিকায়। ভবিষ্যতে সে মৌলগুলো আবিষ্কৃত হবে বলে অনুমান করেন মেন্দেলিভ। এমনকি সেগুলোর ধর্ম কেমন হবে, তারও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এ ব্যাপারে মেন্দেলিভের অনুমান শতভাগ ঠিক ছিল। কয়েক দশকের মধ্যেই ওই শূন্যস্থান পূরণ হয়। আবিষ্কৃত হয় মৌল তিনটি।

২

বিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে পরমাণু সম্পর্কে আরও নতুন নতুন ব্যাপার জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গেল, সব বস্তুর মৌলিক গাঠনিক একক পরমাণু। এর আকার মোটামুটি আপনার হাতের তালুর এক বিলিয়ন ভাগ। পরমাণুর ভেতরের বিশেষ একটা কিছুই নির্ধারণ করে দেয় সেটা কোন মৌল হবে। এর পেছনে হেনরি বেকরেল এবং মেরি ও পিয়ের কুরির অবদান বেশ বড়। কারণ তাঁরা পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করে পরমাণুর গভীরের অনেক রহস্য উন্মোচন করেন। আরও আছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে জে টমসন। তিনি আবিষ্কার করেন পরমাণুর খুদে এক কণা। নাম ইলেকট্রন। সেটা ১৮৯৭ সালের কথা।

এর চার বছর পর কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণুর অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং ফ্রেডরিক সোডি। তাঁদের গবেষণাগারে থোরিয়াম মৌলটা রূপান্তরিত হয়ে রেডিয়ামে পরিণত হয়েছিল। সে ঘটনা তো শুরুতেই বলেছি।

ঘটনাটা আলকেমিস্টদের স্বপ্নের সেই ট্রান্সমিউটেশন ছিল না সত্যি, তবে ছিল নতুন এক বিজ্ঞানের জন্মক্ষণ। এর প্রায় এক দশক পরে, ১৯১১ সালে পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড। সেটা মূলত পরমাণুকেন্দ্রের অতিখুদে একটা অংশ। এ প্রসঙ্গে পদার্থবিদ আর্নেস্ট লরেন্স বেশ কিছুদিন পর বলবেন, 'পরমাণুর আকৃতি যদি একটা ক্যাথেড্রালের সমান হয়, তাহলে নিউক্লিয়াসের আকার সেখানের একটা মাছির সমান।' তবে লরেন্স উল্লেখ করেননি, ওই খুদে মাছির মধ্যেই গোটা ক্যাথেড্রালের সবটুকু ভর পুঞ্জিভূত থাকে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিষয়টা নিয়ে অবাক হন খোদ রাদারফোর্ডও। এই তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে নতুন এক পারমাণবিক মডেলের প্রস্তাব করেন তিনি। সেটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরে ১৯১৩ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে মিলে মডেলটা কিছুটা সংশোধন করেন। তাতে পরমাণু গহিনের দীর্ঘদিনের ধাঁধার কিছুটা সমাধান পাওয়া গেল। এ মডেল অনুসারে, নিউক্লিয়াসের চারপাশের কিছু কক্ষপথে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন ঘুরপাক খাচ্ছে। খুদে ইলেকট্রন কণাগুলো ঋণাত্মক চার্জবাহী। সেগুলো পার্শবর্তী অন্যান্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। এভাবেই গড়ে উঠে একেকটা অণু। প্রতিটি মৌলের তার আগের মৌলের চেয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেশি থাকতে পারে।

তবে কোনো মৌলের আচার-আচরণ কেমন হবে, তা ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। প্রায় একই সময়ে হেনরি মোসলে নামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ বিজ্ঞানী পরমাণুর ধাঁধার সমাধান আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এক্স-রে ব্যবহার করে তিনি দেখান, প্রতিটি মৌলের নিউক্লিয়ার চার্জ তার আগের মৌলের চেয়ে এক একক বেশি। এর মানে, নিউক্লিয়াসে এমন কিছু একটা আছে, যা ধনাত্মক চার্জবাহী। আর সেটাই ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ প্রতিরোধ করে। এই দুইয়ের কাটাকাটিতে পরমাণু থাকে চার্জ নিরপেক্ষ। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এই আবিষ্কারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা দেখে যেতে পারেননি মোসলে। কারণ এরপরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। তাতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন মোসলে। গালিপোলিতে যুদ্ধের ময়দানে মারা যান। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মেন্দেলিভের পর্যায় সারণির মৌলগুলোর সজ্জা ব্যাখ্যা করল। এর পাঁচ বছর পর নিউক্লিয়াস রহস্যের চাদর সরিয়ে দেন সেই নিউজিল্যান্ডার। মানে আবারও রাদারফোর্ড।

নিউক্লিয়াস মূলত দুটি কণা দিয়ে গঠিত। এদের একটির নাম প্রোটন। এ কণাটাও প্রথম আবিষ্কার করেন ওই রাদারফোর্ডই। ১৯১৯ সালে। একটা মাত্র প্রোটন দিয়েও একটা পরমাণু গঠিত হতে পারে। যেমন হাইড্রোজেন। এর নিউক্লিয়াসে একটা মাত্র প্রোটন, যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটন মানে সেটা হিলিয়াম পরমাণু। এভাবে প্রোটন সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে নতুন নতুন পরমাণু। ৯২টি প্রোটন মানে ইউরেনিয়াম।

কিন্তু এখানে জন্ম নিল আরেকটা ধাঁধার। আগেই বলেছি, প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক। কাজেই নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটনের পাশাপাশি থাকা অসম্ভব। কারণ প্রোটনেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। চুম্বকের সমধর্মী মেরু বিকর্ষণ করার মতো। কিন্তু তাহলে নিউক্লিয়াস বহাল তবিয়তে টিকে থাকে কীভাবে? তাদের তো ভেঙে যাওয়ার কথা! সেই উত্তরও দিলেন রাদারফোর্ড। তিনি অনুমান করলেন, নিউক্লিয়াসের ভেতর নিশ্চয়ই আরেকটা কণা থাকে, যারা পরমাণুকে একত্রে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আরও বললেন, কণাটা প্রোটন আকৃতির হবে এবং তার চার্জ হবে নিরপেক্ষ। তিনি কাল্পনিক এই কণার নাম দিলেন, নিউট্রন।

তাঁর অনুমান খাপে খাপে মিলে গেল ১৯৩২ সালে। অনেক খোঁজাখুজির পর অবশেষে আবিষ্কৃত হলো কণাটা। কাজটা করলেন পদার্থবিদ জেমস চ্যাডউইক। রাদারফোর্ড তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত। তাঁরই সহকারী চ্যাডউইক। লম্বা, পাতলা দেহের মানুষটির নাকটা কাকের ঠোঁটের মতো। অধরা কণাটা শনাক্ত করতে একটানা ১০ দিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করে গেছেন তিনি। প্রতি রাতে ঘুমিয়েছেন মাত্র তিন ঘন্টা। সেদিন সদ্য আবিষ্কারটা সম্পর্কে সহকর্মীদের জানালেন চ্যাডউইক। এরপর দুম করে ঘোষণা করলেন, তিনি ক্লোরোফর্ম নিয়ে একটানা ১৫ দিন ঘুমাতে চান। যাহোক, নিউট্রন কণা আবিষ্কারের কারণে পারমাণবিক চিত্র এবং পর্যায় সারণির রহস্যগুলো বোঝা সম্ভব হলো। দেখা গেল, প্রোটনের সংখ্যা (পারমাণবিক সংখ্যা নামেও পরিচিত) মৌলের চরিত্র নির্ধারণ করে। কোনো মৌলে যত বেশি প্রোটন থাকবে, তার ধনাত্মক চার্জও হবে তত বেশি। কাজেই তাতে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি থাকবে। অন্যদিকে পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়া-কমার সঙ্গে একই পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তৈরি হয়। এদের বলা হয় আইসোটোপ। কোনো পরমাণুতে ছয়টি প্রোটন থাকা মানে সেটা কার্বন পরমাণু। কিন্তু প্রকৃতিতে কার্বন-১২ (এখানে ছয়টি প্রোটন ও ছয়টি নিউট্রন থাকে), কার্বন-১৩ (ছয়টি প্রোটন ও সাতটি নিউট্রন), এমনকি কার্বন-২২ (ছয়টি প্রোটন ও ১৬টি নিউট্রন) পরমাণুও আছে। হালকা মৌলের জন্য আদর্শ ভারসাম্য হলো একটি প্রোটনের জন্য একটি নিউট্রন। কিন্তু মৌল যত ভারী হতে থাকে, তার পারমাণবিক সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। একইসঙ্গে তাকে ভারসাম্যে বা স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজন পড়ে তত বেশি নিউট্রন কণা। কিন্তু তারপরও কিছু মৌল দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকতে পারে না। নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল হয়ে গেলে সেখান থেকে কিছু কণা ছিটকে বাইরে চলে আসে কিংবা পরিবর্তন হয়ে যায়। এটাই আমাদের কাছে বিকিরণ নামে পরিচিত।

প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে বলা হয় নিউক্লিওটাইড। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রোটন ও নিউট্রনের ৩ হাজার ৩০০টিরও বেশি বিন্যাস আবিষ্কার করেছেন (বিভিন্ন শক্তি দশায়)। এর মধ্যে বেশিরভাগ নিউক্লিয়াসই অস্থিতিশীল। তবে রাদারফোর্ড ও চ্যাডউইকের মতো প্রথম দিকের অগ্রদূতদের কাছে নিউক্লিওটাইডের এত বেশি বিন্যাস ছিল অকল্পনীয়। অবশ্য ইতালির একদল প্রায় দীনহীন বিজ্ঞানীর কারণে একদিন পরমাণুর ভেতরটা তছনছ হয়ে গেল। কারণ তাঁরা সেখানে একটু নাড়া দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন কী ঘটে।

সেই বিজ্ঞানী হলেন এনরিকো ফার্মি, অনেকের কাছে যার পরিচয় 'পোপ অব ফিজিকস' নামে। পরমাণু নিয়ে তাঁর গুরুত্বর পূর্ণ গবেষণা ও আবিষ্কারের কারণে নতুন নতুন মৌল তৈরি করা সম্ভব হলো। মানে সম্ভব হয়েছিল এক মৌলকে আরেক মৌলতে রূপান্তর বা ট্রান্সমিউটেশন, যা ছিল প্রাচীন আলকেমিস্টদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এক অর্থে বলা যায়, সেটাই ছিল আধুনিক আলকেমির জন্মক্ষণ।

মহাবিশ্বে কত গ্যালাক্সি আছে?

কাজী আকাশ

নাসা - আমাদের পৃথিবীর অবস্থান যে গ্যালাক্সিতে, তার নাম মিল্কিওয়ে। এই গ্যালাক্সির মধ্যেও কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। আছে ধুলাবালি ও গ্যাস। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ১ লাখ আলোকবর্ষ বা ৯.৫x১০^{১৭} কিলোমিটার।

প্রচুর গ্যাস, ধূলিকণা এবং কোটি কোটি নক্ষত্রের বিশাল সংগ্রহকে বলা হয় গ্যালাক্সি। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যালাক্সির মধ্যে এই সব কিছু এক সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। গ্যালাক্সিগুলো কোটি কোটি কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। একেকটি গ্যালাক্সি এত বড় যে এর দূরত্ব পরিমাপ করা হয় আলোকবর্ষে।

মহাবিশ্বের যেসব বস্তু অনেক দূরে অবস্থিত, সেগুলোর দূরত্ব বোঝাতে মাইল বা কিলোমিটারের পরিবর্তে আলোকবর্ষ ব্যবহার করা হয়। শুনতে বছর বা সময়ের একক মনে হলেও আলোকবর্ষ মূলত দূরত্বের একক। আসলে এক বছরে আলো যে দূরত্ব যেতে পারে, তা-ই এক আলোকবর্ষ। জানেন নিশ্চয়ই, আলো এক সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তাহলে নিজেই হিসেব করুন তো, আলো এক বছরে কত দূর যেতে পারে? হিসেব করলে মিলিয়ে নিতে পারেন। এক আলোকবর্ষ মানে ৯.৫x১০^{১২} কিলোমিটার।

কথা হলো, এরকম কতগুলো গ্যালাক্সি আছে মহাবিশ্বে? সেটাই জানব আমরা। তবে চলুন, আগে একটু জেনে নিই, গ্যালাক্সি আসলে কী? কিংবা কতটা বড় একেকটি গ্যালাক্সি? একটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র ছাড়াও আরও কী কী থাকতে পারে, তা আগেই বলেছি। এবার আরেকটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। সেজন্য আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েতে যেতে হবে।

আমাদের পৃথিবীর অবস্থান যে গ্যালাক্সিতে, তার নাম মিল্কিওয়ে। এই গ্যালাক্সির মধ্যেও কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। আছে ধুলাবালি ও গ

যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে কিচ্ছু যায়-আসে না, অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ৩০ ঘণ্টা প্লেনে জার্নি করে, আটলান্টিক পার হয়ে ওই আমেরিকায় না গেলে কিচ্ছু আসে-যায় না। পৃথিবীতে আরও অনেক মহাসাগর আছে, অনেক মহাদেশ আছে। সেখানেই আমরা যাতায়াত করবো। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো। আমাদের অর্থনীতি আরও উন্নত হবে, মজবুত হবে, আরও চাঙা হবে। শনিবার (৩ জুন) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং আংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে নতুন ভিসানীতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোসহ নানা মহলে আলোচনা সমালোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বারবার সমালোচনা করেছেন। এবার তিনি দেশের মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা নিজের পায়ে চলবো। নিজের দেশকে গড়ে তুলবো। কে আমাদের ভিসা দেবে না, নিষেধাজ্ঞা দেবে- ও নিয়ে মাথা ব্যথা করে লাভ নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, ভোট যারা চুরি করে, ভোট নিয়ে যারা চিরদিন খেলছে, জনগণের ভাগ্য নিয়ে যারা খেলছে, আমি তাদের (আমেরিকা) বলবো ওই সন্ত্রাসী দলের দিকে নজর দিন। কানাডার হাইকোর্ট বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতির দায়ে যুক্তরাষ্ট্র তারেক জিয়াকে ভিসা দেয় নাই। তারা (বিএনপি) আবার তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) কাছে ধরণা দেয়। সরকারপ্রধান বলেন, যারা অর্থনীতিবিদ, জ্ঞানী-গুণী আছেন আমরা তো লেখাপড়া এত বেশি জানি না। শুধু দেশের মাটি মানুষকে চিনি। বাংলাদেশ, নদী-নালা, খাল-বিল চিনি। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ কোথায়, কী করলে ভালো হবে সেটা জানি। সেটাই মাথায় রেখে দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় নিয়েছি। জনগণের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ জানে একমাত্র নৌকায় ভোট দিলেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। নৌকায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে, উন্নয়ন পেয়েছে। নৌকায় ভোট দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ পেয়েছে।

আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উদ্দেশে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের সঙ্গে, জনগণের কল্যাণে ত্যাগ স্বীকার করলে- জনগণ কিন্তু সেটার মর্যাদা দেয়। এই কথাটাই মনে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগ ত্যাগ করতে এসেছে, ভোগে বিশ্বাস করে না। সেই কথাটা মাথায় রেখে জনগণের সেবক হিসেবে আমি কাজ করে যাচ্ছি। সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। অশুভ শক্তি বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলতে না পারে, এদের করাল গ্রাস থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সালমান ফজলুর রহমান, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান।

রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সোনারপুরে

সোনারপুর, ৩ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বালাসোরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে সোনারপুরে মিছিল বের করল মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর । তাদের দাবী ভাড়াবদ্ধি করা হলেও রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটছে । সিগন্যাল ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি । সাধারণ রেলযাত্রীদের কোনও নিরাপত্তা নেই বলে তাদের দাবী ।

রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত রেল আধিকারিকদেরও বরখাস্তের দাবী জানানো হয়েছে । সংগঠনের পক্ষ থেকে সোনারপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয় । এই মিছিলে সংগঠনের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। এপিডিআর সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির আলতাফ আহমেদ বলেন, " ক্রমাগত ট্রেনের ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যাত্রী সুরক্ষা কিছুতেই বাড়ছে না। সিগন্যাল ব্যবস্থা উন্নত হয়নি। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিতে হবে রেল মন্ত্রীকে। আর এই দায় নিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করা উচিৎ এক্ষুনি। পাশাপাশি যে যে রেল আধিকারিকরা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।"

ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম চোপড়ার ৪ পরিযায়ী শ্রমিক

চোপড়া, ৩ জুন (হি. স.) : ওডিশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন চোপড়া থানা এলাকার ৪ পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের বাড়ি লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাগছ গোয়াবাড়ি গ্রামে। তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যাঙ্গালুরু থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। জখম চারজন হলেন আব্দুল রাজ্জাক, সাহাদাত আলম, মেরাজুল ইসলাম ও হুদা আলম। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ওই চারজনের পরিবারের লোকজন। সাহাদাত আলমের মা বলেন, 'এখনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। ১৫ জুন মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। বোনের বিয়ের জন্য ছেলে বাড়ি ফিরছিলেন।' আব্দুল রাজ্জাকের বাবা মজিবুল হকের কথায়, 'এলাকার চারজনেই ব্যাঙ্গালুরুতে ঠিকাদারের অধীনে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

অসমের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রিত্ব পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নন্দিতার

হাফলং (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : রাজ্যর ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রিত্ব লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতা গার্লোসা।

নন্দিতা বলেন, ডিমা হাসাও জেলার জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত করে রাজ্যের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই তিনি ডিমা হাসাও জেলার জনগণের কৃতজ্ঞ, বলেন মন্ত্রী গার্লোসা।

রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে আজ শনিবার নন্দিতা গার্লোসা হাফলঙে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এ কথা বলেন। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে শনিবার হাফলঙে এসে হাসাও জেলার বরিষ্ঠ খেলোয়াড়, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া বিভাগ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত ক্লাবের পক্ষ থেকে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসাকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আজকের মত বিনিময় অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠকদের সংবর্ধনা প্রদান করেন মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ হচ্ছে এক বিশাল বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার প্রধান কাজ হবে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসমকে জাতীয় পর্য্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, হিমা দাস, লাভলিনা বড়গোহাঁই, নয়নমণি শইকীয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অসমের নাম উজ্জ্বল করেছেন। ডিমা হাসাও জেলার ফুটবলার বাওরিংডাও বডো, রাকেশ প্রধানরা জাতীয় স্তরে নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এবার অসমের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থানকারী প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে এনে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসমকে জাতীয় স্তরে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবেন।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ডিমা হাসাও জেলার খেলোয়াড়রা ৩২টি পদক দখল করেছেন। ওই সব খেলোয়াড়রা যে প্রদর্শন করেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

ওড়িশা ট্রেন দুর্ঘটনায় দিনের মতো নবজোয়ার কর্মসূচি বাতিল করলেন অভিষেক

হাওড়া, ৩ জুন (হি. স.) : রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বালেশ্বর। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৬১ জন। ৯০০-র বেশি যাত্রী আহত। ওড়িশার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় শনিবারের মতো নিজের কর্মসূচি 'তৃণমূলে নবজোয়ার' স্থগিত রাখলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে হাওড়ায় ঢুকে প্রথম পদযাত্রাটি করেন তিনি।

'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি নিয়ে দু'মাস ধরে জেলায় জেলায় ঘুরছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। শনিবার তিনি প্রবেশ করেছেন হাওড়া জেলায়। এখানে বাগনান, শ্যামপুর-সহ একাধিক জায়গায় তাঁর কর্মসূচি করার কথা। তবে শুক্রবার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমিছিল দীর্ঘায়িত হওয়া এবং রাজ্যের যাত্রীদের সুরক্ষায় কথা ভেবে কর্মসূচি আজকের দিনের মতো স্থগিত রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার হাওড়ার বাগনানে লাইব্রেরি মোড় থেকে খালো কালীবাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধায়। সেখানে কালীবাড়িতে পুজোও দেন। ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য। এরপর তাঁর শ্যামপুরে বড় জনসভা হওয়ার কথা ছিল, রাতে অধিবেশন কর্মসূচিও ছিল। কিন্তু পরবর্তী কর্মসূচিগুলি বাতিল করেন। রবিবার ডোমজুড়ে নবজোয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। তবে এই সূচিতে পরিবর্তন হতে হবে।

ওড়িশা ট্রেন দুর্ঘটনায় রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি অভিষেকের

হাওড়া, ৩ জুন (হি. স.) : রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বালেশ্বর। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৬১ জন। ৯০০-র বেশি যাত্রী আহত। ওড়িশার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার হাওড়া থেকে তিনি বলেন, "এত বড় একটা দুর্ঘটনা! করমণ্ডল এক্সপ্রেস এখন মৃত্যুমণ্ডল। রাজনীতি বাদ দিয়ে সবাই মিলে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু এই যে এত নিরীহ মানুষেক নির্মমভাবে মৃত্যু হল, তার দায় তো কাউকে নিতে হবে! রেলের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্নই ওঠে। দুর্ঘটনার পরও রেলের তরফে কোনও গাইডেন্স, নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। উদ্ধারকাজেও রেলের আধিকারিকরা সাহায করেননি বলে অভিযোগ করছেন যাত্রীরা। এই মুহূর্তে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।" মোদি সরকারের আমলে ভারতের রেল সংস্কারে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধায়। তাঁর বক্তব্য, "সেমি হাইস্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বোধন করছেন, আগে আগে গিয়ে সবুজ পতাকা দেখাচ্ছেন, কিন্তু যখন ট্রেন দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে, তখন কেন তার দায় তিনি নেবেন না? আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিজেরা তো কখনও রেলে চড়েন না। এই যে বাংলায় আসেন মোদী, অমিত শাহ, তাঁরা কখনও ট্রেনে আসেন? আসেন তো বিশেষ বিমানে। তাঁরা আর কী বুঝবেন? আমি আবার অনুরোধ করছি, রাজনীতির স্বার্থে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলবেন না।"

হাইলাকান্দি জেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে জেলার সব সরকারি কার্যালয়ে সোমবার সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে গাছের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সব কয়টি চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রে সকাল ১১টায় চারাগাছ লাগানো হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এক নির্দেশ জারি করে জেলার সব বিভাগীয় প্রধান, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, সমাজ কল্যাণ আধিকারিক এবং যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে এই কাজে গাছের চারা সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনায় নিহত গঙ্গারামপুরের যুবক

তপন, ৩ জুন (হি. স.) : ওডিশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার পর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের যুবক চন্দন রায়ের (৩৮)। ঘটনার পর থেকে চরম দুচিন্তায় পড়েন পরিবার সহ প্রতিবেশিরা। এরপর রাতে অচেনা এক ব্যক্তি ফোন করে চন্দনের মৃত্যু সংবাদ দেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার মালিগাঁওয়ের চন্দন রায় কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আত্মীয় নিতম রায়। তিনি মালদার বামনগোলার বাসিন্দা। তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মৃত চন্দন রায়ের স্ত্রী জানান, ট্রেন ছেড়েছিল সময়মতো। ফোন করে জানিয়েছিলেন। সন্ধেবেলাও কথা হয় দু-তিন মিনিট। তবে পরে আর তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। বারবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। রাতে তাঁর নম্বর থেকে ফোন আসে। অপরিচিত কেউ জানান, স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী। চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না তাঁর। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন চন্দন। স্ত্রী, এক ছেলে এবং বৃদ্ধা মাকে নিয়ে চন্দনের সংসার। ভুটভুটি চালিয়ে কোনরকমে তাঁর সংসার চলছিল। বাড়তি একটু আয়ের জন্য গত বৃহস্পতিবার নিত্যম রায় নামে এক আত্মীয়র সঙ্গে কেরলে শ্রমিকের কাজ করার উদ্দেশ্যে রওনা হয় চন্দন। ট্রেন দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুতে যেন থমকে গিয়েছে সব কিছু। অপরদিকে, তপনের দক্ষিণ কসবা গ্রামের ওসমান সরকার নামে এক যুবক ট্রেন দুর্ঘটনার জখম হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে বালেশ্বর হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, গত চারমাস আগে ব্যাঙ্গালুরুতে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন ওসমান। সেখান থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এদিন রওনা হয়েছে বালেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

আগামী ৯ জুন দুদিনের সফরে হাফলং আসবেন এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বরা

হাফলং (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা দুদিনের সফরে হাফলং আসছেন। আগামী ৯ জুন দলীয় কার্য্যসূচি নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস (এপিসিসি)-এর সভাপতি হাফলং এসে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার।

আগামী ৯ জুন গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা হয়ে বিকাল চারটা নাগাদ হাফলং এসে পৌঁছবেন ভূপেন বরা। তার পর সন্ধ্যা ছয়টায় ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সন্ধ্যা সাতটায় হাফলং সেঙ্গিয়া শম্ভুধনরাজির বুথ পর্য্যায়ের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করবেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা।

পরের দিন ১০ জুন সকালে হাফলং শহরে বিদ্যমান বিভিন্ন মন্দির দর্শন করবেন এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বরা। ওই দিন বেলা ১১টায় হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে বুথ পর্য্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বিকাল চারটা নাগাদ হাফলং থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে ফিরে যাবেন, জানান ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার।

মিশন লাইফ
স্বচ্ছ ভারত ২.০ এর অধীনে
সৌজন্যে:- আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা

"মেরি লাইফ, মেরা স্বচ্ছ শেহর"

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। "মেরি লাইফ, মেরা স্বচ্ছ শেহর" প্রচারাভিযান শহর ভারত জুড়ে উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে, এই দেশব্যাপী প্রচারণা শহরগুলিকে হ্রাস, পুনরায় ব্যবহার,. পুন্ নবীকরণ (#RRR)কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করে।

এটির লক্ষ্য হল শহরগুলিতে 'রিডুস, রিইউজ, রিসাইকেল/ (Reduce Reuse Recycle)RRR সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা যেখানে নাগরিকরা জামাকাপড়, জুতা, পুরানো বই, খেলনা এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার বা পুন্ নবীকরণ জন্য অবদান রাখতে পারে। দুর্গা চৌমুহনী বিপনী বিতানের পাশে আগরতলা পুর্ নিগমের উদ্যোগে একটি স্থায়ী RRR সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।

RRR কেন্দ্রগুলি নাগরিক, প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক উদ্যোগ ইত্যাদির জন্য অব্যবহৃত বা ব্যবহৃত আইটেমগুলি জমা করার জন্য এক-স্টপ সমাধান হিসাবে কাজ করবে, যা পরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের পুনর্ব্যবহারের জন্য বা নতুন পণ্য তৈরি করার জন্য দেওয়া হবে।

এটি একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি তৈরি করতে এবং বর্জ্য উত্পাদন হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

Meri LIFE, Mera Swachh Shehar' Campaign ক্যাম্পেইনটি সমস্ত আগরতলা বাসীকে অঙ্গীকারের সাথে স্বইচ্ছায় যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আগামী ৫ই জুন ২০২৩ তারিখে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে এক বিশেষ কর্ম সুচির মাধ্যমে শুরু হবে এবং সেই সাথে সমস্ত শহর জুড়ে বৃহৎ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও এক বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি উদযাপিত হবে । আসুন শহর বাসীগণ আমরা সকলের প্রচেষ্টায় আমরা সুস্থ ও সুন্দর আগরতলা শহর গড়ে তুলি।

কার্যক্রম সুচি

সেন্টাল জোন
স্থান :-মহারাজগঞ্জ বাজার
সময় :-সকাল ৮ ঘটিকা।

উত্তর জোন
স্থান :-জিবি বাজার
সময় :-সকাল ৮ ঘটিকা

দক্ষিণ জোন
স্থান :-সূর্য পাড়া স্কুল প্রাঙ্গন
সময় :-সকাল ৯ ঘটিকা

পূর্ব জোন
স্থান :- শতদল সংঘ ক্লাব
পূর্ব জোন অফিসের সন্নিকটে
সময় :-সকাল ৯ ঘটিকা

উক্ত কর্মসূচিতে নাগরিকরা স্বইচ্ছায় জামাকাপড়, জুতা, পুরানো বই, খেলনা এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার বা পুনর্ব্যবহারের জন্য দান করতে পারেন।

***উক্ত কর্মসূচির উদ্যোগে আগরতলা পৌর নিগাম একটি বিশেষ ভিডিও রীল প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্যে আগরতলা পৌরনিগমের সোসিয়েল মিডিয়ার পেজ অনুসরণ করুন।Whatsapp: 7005166184, Email: agartalamunicipalcorportion@gmail.com

NIT NO: e-PNIT-03/EE/RDD/STC/2023-2024 Dated:-18/05/2023

TheExecutive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligiblebiddersup to 11:00 A.M. of 07/06/2023 for 01(One) construction work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-823/23

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

Short Notice Invitir tion

Sealed Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are invited by the undersigned from Resourceful Experienced Reliable Person/Agencies / Govt. registered Co-operative Societies/ Registered firm of Tripura for providing TYRES & TUBES for the use of Ambulance bearing No. TRO4-A-0976 of Ganganagar PHC under office of the Chief Medical Officer, Ambassa Dhalai Tripura. Details terms & conditions and list of the items are available in the office website : tripuranrhm.gov.in or office of the undersigned (receive & despatch section) on all working days on or before 12th June 2023 up to 03. 00 P.M.

The sealed quotations may be dropped in the Tender Box at the office of the undersigned on or before 12/06/2023 up to 03. 00 P.M._by hand / Registered Post only and may be opened on 14/06/2023 at 01:00 P.M, if possible, in the office of the undersigned. The undersigned will not be responsible for any postal delay.

ICA/C-820/23

Chief Medical Officer
Ambassa Dhalai Tripura

PNIeT No: 24 /EE/CCD/PWD/2023-24, Dated, 31/05/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't

* Organization of other State & Central for the following work, Proposed construction of MLA Hostel at Capital Complex, Agartala, West Tripura /SH: Building portion including internal water supply, sanitary installation, mechanical installation (HVAC & LIFT) and concealed conduiting for internal electrification works/SH: Providing fitting fixing aluminium partition, grill at kitchen window alongwith allied works at MLA hostel under PWD Capital Complex Division. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 21/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: %9,68,758.00 Earnest Money: 719,375.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days
Last date & time for online Bidding: 13/06/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-815/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

তেল ছাড়াও বানানো যেতে পারে বেক নিমকি

গ্যাস-অম্বলের ভয়ে অনেকেই চপ, শিঙাড়া, নিমকির মতো খাবার থেকে দূরে থাকেন। মূলত ডোবা তেলে ভাজা হয় বলেই এই ধরনের মুখরোচক খাবার খেতে চান না। তবে নিমকি কিন্তু তেল ছাড়াও তৈরি করা যায়। শুনে অনেকেই অবাক হতে পারেন। কিছু রান্না তেল ছাড়াও করা সম্ভব। বেক নিমকি তার মধ্যে অন্যতম। কী ভাবে বানাবেন? রইল তার উপকরণ ও প্রণালী।

উপকরণ: মাখন: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদমতো
চিনি: এক চিমটে
বেকিং পাউডার: ১ চা চামচ
বেকিং সোডা: এক চিমটে
কালো জিরে: ১ চা চামচ
জোয়ান: ১ চা চামচ
ধনে পাতা: ২ চা চামচ
পুদিনা পাতা: ২ চা চামচ
দুধ: ৩ হাতা
আমচুর: আধ চা চামচ
চাট মশলা: আধ চা চামচ
গুঁড়ো চিনি: প্রয়োজনমতো
বেক নিমকি তার মধ্যে অন্যতম।
ছবি: সংগৃহীত। প্রণালী: প্রথমে ময়দায় সাদা তেল দিয়ে ভাল করে ময়ান দিয়ে নিন।এ বার একে একে নুন, এক চিমটে চিনি, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, কালোজিরে, জোয়ান, আমচুর ও চাট মশলা মেশান।
ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা মিহি করে কুচিয়ে ময়দায় দিন। হাত দিয়ে ভাল করে সমস্ত কিছু মিশিয়ে নিন। এ বার দুধ দিয়ে মশলা মেশানো ময়দা মেখে মণ্ড তৈরি করুন। তার পর মণ্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে পাতলা রুটির মতো বেলে নিন। ছুরি দিয়ে বরফি আকারে কেটে নিন। উপর থেকে কাঁটা-চামচের সাহায্যে নিমকির গায়ে সামান্য ফুটো করে নিন। এ বার একটি বড় বেকিং ট্রে-র ভিতরে সামান্য মাখন লাগিয়ে নিন। এ বার নিমকির টুকরোগুলো ওই ট্রে-তে সাজিয়ে দিন। ওভেন ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করে রাখুন। এ বার নিমকি ৮-৯ মিনিট বেক করুন। নিমকির গায়ে হালকা লালচে রং ধরলেই বার করে নিন।এ বার উপর থেকে নিমকির উপরে গুঁড়ো চিনি ছড়িয়ে দিন। তেল ছাড়াই তৈরি বেক নিমকি।

থাইরয়েড রয়েছে? ৭ উপসর্গ দেখলেই সতর্ক হোন

অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? এ দিকে যতই সচেতন থাকুন না কেন, ওজন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। ভালমন্দ না খেয়েও বেড়ে যাচ্ছে ওজন, চুল ঝরছে অকালে, ত্বক হয়ে উঠছে জৌলুসহীন। কর্মব্যস্ত জীবনে ছোটখাটো এই শারীরিক সমস্যাগুলি আমরা প্রায়ই অবহেলা করি। অথচ এই উপর্গগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে থাইরয়েডের চোখরাঙানি।

যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের কিন্তু টিউমারের বিষয় সতর্ক থাকতে হবে। থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। এই টিউমারগুলিরতে কিন্তু ক্যানসার কোষ তৈরি হওয়ার ঝুঁকিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই ধরনের ক্যানসারকে বলা হয় থাইরয়েড ক্যানসার।

থাইরয়েড ক্যানসার খুবই বিরল। ঘন ঘন মলত্যাগ এই ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। ক্যালসিটোনিন হরমোনের অধিক ক্ষরণের কারণে এমনটা হতে পারে। এই হরমোনের অধিক ক্ষরণ থাইরয়েড ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। এই হরমোনের ক্ষরণে পাচনক্রিয়া দ্রুত হয়, ফলে ঘন ঘন শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর কোন কোন উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন?

১) ঘাড়ের সামনের দিকে কিংবা নীচের দিকে মাংসল পিণ্ড দেখা দিতে পারে।

থাইরয়েড ক্যানসার খুবই বিরল। ছবি: শাটারস্টক

২) সেই মাংসল পিণ্ডে কোনও ব্যথা থাকবে না, ধীরে ধীরে আকারে বাড়তে থাকবে।
৩) গলা সব সময় ধরে থাকবে।
৪) গলার স্বরে পরিবর্তন আসতে পারে।
৫) শ্বাস নিতে কিংবা খাবার গিলতে অসুবিধা হতে পারে।
৬) খুসখুসে কাশি হতে পারে।
৭) কোনও কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মুইঠ্যা বানাবেন কিন্তু চিতলের নয় রুই মাছ দিয়ে বানালে কেমন হয়?

ছুটির দিনে মুইঠ্যা বানাবেন বলে সারা সকাল নানা জায়গার বাজারে চিতল মাছ খুঁজে বেড়ালেন। অথচ সে মাছের দেখা পাওয়া গেল না। এ দিকে বাড়িতে তো মুইঠ্যা বানানোর তোড়জোড় করা হয়ে গিয়েছে। তা হলে কি মুইঠ্যা খাওয়া হবে না? চিন্তা নেই। চিতলের বদলে রুই দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। চিতলের বদলে রুই দিয়ে মুইঠ্যা বানালে খেতে কেমন হবে তার জন্য তো বানিয়ে দেখতে হবে। কী ভাবে বানাবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ রুই মাছ: ৫০০ গ্রাম
আলু সেদ্ধ: ১টি পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ টম্যাটো কুচি: আধ কাপ পেঁয়াজ বাটা: আধ কাপ
আদা বাটা: ১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি: টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো: ২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চামচ
সর্ষের তেল: আধ কাপ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: স্বাদ অনুযায়ী ঘি: ১ টেবিল চামচ গরম মশলা: আধ চা চামচ
প্রণালী ১) প্রথমে মাছ ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে সেদ্ধ করে নিন। আলুও সেদ্ধ করে রাখুন। ২) সেদ্ধ করা মাছের কাঁটা বেছে নিয়ে তার সঙ্গে আলুসেদ্ধ মেখে নিন। এর মধ্যে দিন নুন, সামান্য চিনি, আদা বাটা, সামান্য হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে একটি মণ্ড তৈরি করুন। ৩) ওই মণ্ড থেকে ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিন। চাইলে মুঠোর আকার দিতে পারেন। ৪) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে মুইঠ্যাগুলো ভেজে তুলে রাখুন। ৫) এ বার ওই কড়াইতে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, টম্যাটো কুচি, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন, সামান্য চিনি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো ভাল করে কষিয়ে নিন। সামান্য একটু জল দিতে পারেন। ৬) মশলা কষতে কষতে তেল ছেড়ে এলে জল দিয়ে ফুটতে দিন। ঘন হয়ে এলে ভেজে রাখা মুইঠ্যাগুলো দিয়ে দিন।
৭) ফুটে এলে উপর থেকে ঘি, গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

লুচি খেয়েও পেট থাকবে সুস্থ

চেঁয়া ঢেকুরের ভয়ে ছুটির দিনেও লুচি খান না? কী ভাবে বানালে এমন হবে না?

বাঙালি বাড়িতে ছুটির দিন লুচি আর সাদা আলুর তরকারি হবে না, তা কী করে হয়। ছুটির দিনে আয়েশ করে সকালের খাবার না খেলে ছুটির আমেজই পাওয়া যায় না। লুচি খেলে মনের তৃপ্তি হয় বটে। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই চেঁয়া ঢেঁকুর, বুকজ্বালার মতো সমস্যা হয়। লুচির সঙ্গে গ্যাস-অম্বলের ওষুধ খাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

তবে লুচি যদি বানানো যায় বিশেষ টোটকা মেনে, তা হলে লুচি খেয়েও পেট থাকবে সুস্থ।

উপকরণ: ময়দা: ৫০০ গ্রাম
সাদা তেল: পরিমাণ মতো নুন: এক চিমটে চিনি: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ জোয়ান: ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি: আধ টেবিল চামচ
প্রণালী: পরিমাণ মতো সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে মেখে একটা মণ্ড তৈরি করে প্রায় ৩০ মিনিট মতো রাখুন।
এ বার ওই মণ্ড থেকে লেচি কেটে লুচির আকারে ভেজে নিলেই তৈরি স্বাস্থ্যকর লুচি। লুচি বানানোর এই প্রণালীতে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল জোয়ান। হজমশক্তি বাড়ানো থেকে গ্যাস-অম্বল প্রতিরোধ করা সবেতেই সিদ্ধহস্ত জোয়ান। ভরপেট খেয়ে খুব গ্যাস-অম্বল হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে অল্প জোয়ান দারুণ কার্যকর হয়ে ওঠে। আরও একটি উপকরণ হল ধনেপাতা। এই পাতায় থাকা ফাইবার দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। ধনেপাতা পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। লুচি খেলেই গ্যাস-অম্বল থেকে মুক্তি পেতে ধনেপাতা এবং জোয়ান দিয়ে তৈরি করে নিন। সমস্যা হবে না।

রান্নায় দই ব্যবহার করলেই কেটে যায়?

রান্নার স্বাদ বৃদ্ধি করতে টক দইয়ের ব্যবহার করা হয়। মটন কষাই হোক কিংবা দই মাছ, সর্ষে দিয়ে ভাপা হোক কিংবা দই মুরগি দই ছাড়া ঠিক জমে না এই সব পদ। কিন্তু যাঁরা সদ্য হাত পাকাচ্ছেন রান্নায়, তাঁরা অনেক সময়ে বুঝতে পারেন না, ঠিক কী ভাবে টক দই মেশালে মিলবে যথাযথ স্বাদ। অনেক সময়েই দেখা যায় যে ঝোলে দই দেওয়া মাত্রই দই কেটে যায়, তখন রান্নার স্বাদও বিগড়ে যায় আর দেখতেও খারাপ লাগে।

কী ভাবে দই ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদ বাড়বে রইল তার হদিস।

১) টক দই মেশানোর আগে সব সময় খুব ভাল করে ফেটিয়ে নেওয়া দরকার। দইয়ে যেন কোনও মণ্ড না থাকে বা দলা না থাকে, সে দিকে নজর দিন।

২) যখন রান্নায় দই মেশাবেন, তখন যেন গ্যাসের আঁচ যেন একেবারে কমানো থাকে, গ্যাস বন্ধ করে দই মেশালে আরও ভাল। ঝোল যখন ফুটছে তখন কোনও মতেই দই দেবেন না।

রান্নায় ফুল ফ্যাট দই ব্যবহার করতে পারেন। ছবি: শাটারস্টক

৩) তরকারিতে দই ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতা দিয়ে নাড়াতে থাকুন, যাতে দই যত দ্রুত সম্ভব তরকারির সঙ্গে মিশে যায় এবং দলা হয়ে না থাকে।

৪) রান্নায় দই মেশানোর সময় খানিকটা ময়দা ভাল করে মিশিয়ে তার পর ঝোলে দিলে গ্রেভি ঘন হয়।

৫) ফুল ফ্যাট দই ব্যবহার করতে পারেন, তা হলে রান্নার স্বাদও ভাল হবে আর ঝোলও ঘন হবে।

ডাস্ট অ্যালার্জি কেন হয়? প্রতিকারের সহজ কিছু উপায়

বর্তমানে অ্যালার্জির সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের নিত্যদিনের ভোগান্তির একটি অন্যতম কারণ। ধুলাবালিতে অ্যালার্জি, খাবারে অ্যালার্জি এমনকি কোনো কোনো ঔষধেও অ্যালার্জি হয়, যার কারণে জীবন সংশয়ও দেখা দিতে পারে। আছে আরও কত রকমের অ্যালার্জি! বর্তমানে ঘর থেকে বের হলেই ধুলায় ধূসরিত রাস্তায় চলতে হয়।

ধুলা খেতে খেতেই ঘর থেকে বের হয় আবার ঘরে ঢোকে মানুষ! তাই অন্য সব অ্যালার্জির তুলনায় ধুলাবালির অ্যালার্জিতেই বেশি ভুগতে হচ্ছে। আজকে আমরা জানবো ডাস্ট অ্যালার্জি নিয়ে।

লক্ষণসমূহ কী কী? অনবরত হাঁচি হতে থাকে নাক থেকে জল ঝরতে থাকে চোখ চুলকায়, লাল হয়ে যায় চোখ থেকে ক্রমাগত জল ঝরতে থাকে নাক বন্ধ হয়ে থাকে নাক, মুখ, গলা চুলকাতে পারে মুখের ভেতর তালু এবং গলার ভেতরেও চুলকাতে পারে খুশখুশে কাশি হয় চোখের নিচে ফুলে যেতে পারে শিশুদের ক্ষেত্রে বারবার নাক উপরের দিকে ঘষার প্রবণতা দেখা যায় বেবি যদি অ্যালার্জির সাথে সাথে কারো অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগও থেকে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর সাথে আরও কিছু প্রবলেম দেখা দিতে পারে।

যেমন- শ্বাসকষ্ট হতে পারে

বুকে চাপ ধরা ভাব বা ব্যথা থাকতে পারে শ্বাস ফেলার সময় বুক থেকে বাঁশির মত বা কখনও কখনও ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে

খুব ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয় কাশি থাকলে রাতে ঘুমাতেও কষ্ট হয়ে যায় ডাস্ট অ্যালার্জি যে সমস্ত কারণে হয়ে থাকে ১) পরিবারের কারও আগে থেকে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে বাকি সদস্যদেরও হতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে এটি ছোঁয়াচে নয়। ২) অল্প বয়স্ক শিশু, হাঁপানি রোগী এবং গর্ভবতী মহিলাদের এ ধরনের অ্যালার্জি হতে পারে। ৩) ডাস্ট মাইটস বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলার কণা বা পোকা বাতাসে ভেসে চলাচলের সময় নাকে ঢুকে জ্বালা সৃষ্টি করে। যার ফলে চুলকানি, হাঁচি, কাশি হতে পারে। ৪) ঘাস বা ফুলের রেণু নাকে প্রবেশ করলে তা থেকেও অ্যালার্জিক রিয়েকশন হয়। ৫) আর্দ্র পরিবেশে ডাস্ট মাইটস বেশি থাকে। তাই বাসা বাড়ির পরিবেশ ভ্যাপসা হয়ে থাকলে অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। ডাস্ট অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে প্রতিকারের উপায় ঘর থেকে বের হলে সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে বাসাবাড়ির ফার্নিচারের ধুলা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর এবং ঘুমানোর আগে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নিতে হবে ঘর ঝাড় দেবার সময় নাক মুখ যতটা সম্ভব ভালোভাবে ঢেকে নিতে হবে প্রতিদিনের ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, চাদর, বালিশ ইত্যাদি মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা কড়া রোদে দিন সপ্তাহে অন্তত একবার বিছানার চাদর, বালিশের কভার পরিবর্তন করতে পারলে ভালো

শোবার ঘরে বইয়ের তাক, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ না রাখা কেননা এগুলোর ওপর সহজেই ধুলা জমতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জি থাকলে বাসায় কার্পেট না রাখাই ভালো বাসায় লোমশ বা পালকযুক্ত প্রাণী না পোষা উত্তম, এসব প্রাণীর শরীরে অ্যালার্জি উদ্রেক করে এমন উপাদান থাকে ঘরে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে

এর চিকিতা সম্পর্কে জেনে নিন

১) অ্যালার্জির জন্য দায়ী ফ্যাক্টর কোনটি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন। যেমন স্কিন অ্যালার্জি টেস্ট, ব্লাড টেস্ট ইত্যাদি।

২) চুলকানি, অনবরত হাঁচি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা চোখ থেকে থেকে জল ঝড়তে থাকলে অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ঔষধ খেলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। রিল্যাক্সড থাকুন, চোখ বন্ধ করে একটু রেস্ট নিন।

রিল্যাক্স ৩) স্টেরয়েড জাতীয় নাকের স্প্রে ব্যবহার করে নাকের ভেতরের ফোলাভাব কমানো যায়।

৪) নাক বন্ধ হয়ে থাকলে স্যালাইন সল্যুশন দিয়ে নাক পরিষ্কার করা যায়। ৫) যেকোনো অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিলে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অ্যালার্জি জাতীয় খাবার যেমন বিফ, ইলিশ মাছ, চিংড়ি, পুইশাক, বেগুন ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। এতে অ্যালার্জির সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

সদ্যোজাতদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দূর করতে পারে কোন হরমোন?

মধ্যবয়সিদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা নতুন নয়। তবে জন্মের কয়েক মুহূর্ত পর এমন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা বিরলতম। চিকিতকেরা বলছেন, সদ্যোজাতদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন না পৌঁছলে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার ধকল সহ্য করতে না পেরে হাঁপিয়ে পড়লে অনেক সময় হাইপারটেনশনের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। হালের গবেষণা বলছে, এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে ''ভ্যাসোপ্রেসিন'' নামক এক হরমোনের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অ্যান্টিডাইউরেটিক পর্যায়ভুক্ত এই হরমোন ব্যবহারে রক্তবাহিকাগুলির পথ মসৃণ হয়। ফলে সারা দেহে রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক হয়। ধীরে ধীরে রক্তচাপও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। চিকিতকেরা জানিয়েছেন, নবজাতকদের মধ্যে এই রোগ সত্যিই বিরল। ৫০০ জন শিশুর মধ্যে হয়তো ১ জন এমন পরিস্থিতির শিকার হয়। তাদের নিয়ে করা বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুদের ''হাইপক্সিয়া'', ''হাইপোটেনশন'' এবং ''পারসিসটেন্ট পালমোনারি হাইপারটেনশন'' এর মতো সমস্যায় বহুল ব্যবহৃত এই হরমোনটি জীবনদায়ী ভূমিকা পালন করে।

শিশুরোগ সংক্রান্তবিষয়ে গবেষণারত চিকিৎসক শচিন শাহের নেতৃত্বে হওয়া একটি গবেষণা শেষে দেখা গিয়েছে, ৩১ জন সদ্যোজাতের মধ্যে ২৯ জনের শরীরে এই চিকিৎসা পদ্ধতি অভাবনীয় ভাবে কাজ করেছে। তথ্যটি সম্প্রতি ''ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চিকিতক শচিন শাহ বলেন, ''ভাসোপ্রেসিনের ব্যবহার সদ্যোজাতদের এই সমস্যায় বিশেষ ভাবে কার্যকর। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে আরও গবেষণার প্রয়োজন।''

যখন ইচ্ছা ওজন মাপলে কিন্তু সঠিক ফল পাওয়া যায় না

স্থূলত্বের কারণে শরীরে বাসা বেঁধেছে একাধিক রোগব্যাধি! চিকিতকদের দাবি, ওজন না কমালে রোগবালাই থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। অগত্যা পুষ্টিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কড়া ডায়েট শুরু করেছেন কেউ কেউ। অনেকেই আছেন, যাঁরা ডায়েট চলাকালীন সময় সুযোগ পেলেই ওজন মেশিনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। কতটুকু ওজন কমল, তা দেখার কৌতূহল সকলেরই থাকে। কিন্তু সমস্যা হল, যেখানে যত বার ওজন মাপছেন, প্রত্যেক জায়গাতেই এক এক রকম সংখ্যা ফুটে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে ওজন যদি বেশি দেখে অনেকেরই মনে হয় যন্ত্রটির কোনও দোষ রয়েছে। আবার কম দেখালে মনে এতটাই আনন্দ হয় যে, ডায়েট ভুলে আইসক্রিম খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাও তৈরি হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে পেট পরিষ্কার করার পরেই ওজন মাপা উচিত। ছবি: সংগৃহীত। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ সকলেই বলেন, ওজন মাপার কিন্তু নির্দিষ্ট সময় এবং পদ্ধতি আছে। তাই যখন খুশি, যেখানে খুশি ওজন মেপে নিলেই যে সঠিক পরিমাপ দেখাবে এমনটা কিন্তু নয়। ওজন পরিমাপের সঠিক সময় কোনটি? চিকিৎসকদের মতে, সকালে ঘুম থেকে উঠে পেট পরিষ্কার করে জল, চা, কফি কিংবা ওষুধ খাওয়ার আগেই ওজন মাপা উচিত। ওই সময় ওজন পরিমাপ করলে অপাচ্য খাদ্যের বাড়তি ওজন দেখায় না যন্ত্রে। এই ভাবে ওজন মাপলে দেহের বাড়তি ওজন আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অনেকের স্বভাব থাকে রোজ রোজ ওজন মেপে দেখার। চিকিৎসকদের মতে, প্রতি মাসে এক বার করে ওজন মাপাই শ্রেয়। খুব ইচ্ছে হলে সপ্তাহে এক বার করে ওজন মাপতে পারেন।

চকোলেট মুস তো খেয়েছেন, পাকা আমের মুস খেয়েছেন কি?

ছুটি থাকলেই বাড়িতে নিত্য নতুন খাবার খাওয়ার বায়না শুরু হয়। রোজ তো বাইরে থেকে কিনে খাবার খাওয়া শরীরের জন্যও ঠিক নয়। বাড়ির খুদে সদস্যটি আবার বায়না ধরেছে মুস খাবে। এমনিতে চকোলেট মুস তো বানিয়েছেন। কিন্তু পাকা আম দিয়ে কখনও বানাননি। তাই ঠিক করলেন আম দিয়েই মুস বানাবেন। কিন্তু কী করে বানাবেন?

রইল তার রেসিপি।

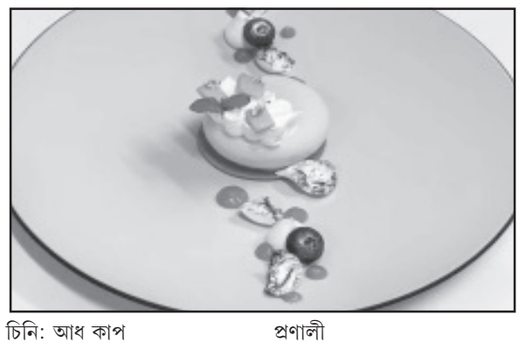

উপকরণ
পাকা আমের শাঁস: ২ কাপ
পাকা আম কুচি: ১ কাপ
গ্লুকোজ পাউডার: আধ কাপ
চিনি: আধ কাপ
পেকটিন: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ১ চা চামচ
ক্রিম: ৪ কাপ
ভ্যানিলা এসেন্স: ১ চা চামচ
জিলেটিন: ১ টেবিল চামচ
হোয়াইট চকোলেট: ১ কাপ
প্রণালী
১) কড়াইতে পাকা আমের শাঁস এবং চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে নিন। ফুটে গেলে পেকটিন দিন। গ্যাস বন্ধ করে ওই মিশ্রণে লেবুর রস দিন। একটু ঠান্ডা হলে আমের কুচিও মিশিয়ে দিন।
২) এ বার অন্য একটি কড়াইতে ক্রিম, ভ্যানিলা এসেন্স এবং জলে ভেজানো জিলেটিন দিয়ে হালকা আঁচে গরম হতে দিন। এর মধ্যে দিন হোয়াইট চকোলেট। এক সঙ্গে গলে একটি মিশ্রণ তৈরি হলে নামিয়ে নিন। ৩) একে বারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে আম এবং ক্রিমের যে দুটি আলাদা মিশ্রণ তৈরি করেছিলেন। তা মিশিয়ে নিন। এ বার পছন্দের মোল্ড-এ ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক। পরিবেশন করার আগে উপর থেকে আমের শাঁস এবং জিলেটিন দেওয়া গ্লেজ ছড়িয়ে দিলেই তৈরি ''ম্যাঙ্গো মুস''।

ভারতে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের ওড়িশ্যায় ট্রেন দুর্ঘটনায় দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানিতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার তিনটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৮০ জন নিহত এবং ৯০০ জনের বেশি আহত হয়েছে।

চেন্নাইগামী শালিমার-চেন্নাই সেন্ট্রাল করোমন্ডল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

এটির সংলগ্ন ট্র্যাকের একটি পণ্যবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, যার ফলে করোমন্ডেল এক্সপ্রেসের পিছনের বগি তৃতীয় ট্র্যাকে চলে যায়। তৃতীয় ট্র্যাকে বিপরীত দিক থেকে আসা বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত কোচগুলোর সাথে ধাক্কা খায়।

ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ আফগানিস্তানেরও

লাহোর, ৩ জুন (হি. স.) : শুক্রবার সন্ধ্যায় বালেশ্বরের কাছে দুর্ঘটনার শিকার হয় চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। তিনটি বগি ছাড়া সমস্ত কামরাগুলি লাইনচ্যুত হয়েছে। রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বালেশ্বর। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৬১ জন। ৯০০-র বেশি যাত্রী আহত। ওড়িশার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ আফগানিস্তানেরও। ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে তালিবান সরকার। সহমর্মিতার বার্তা এসেছে পড়শি পাকিস্তান থেকেও। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদাবি।

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় আফগানিস্তানের তালিবানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা শতাধিক। শোকপ্রকাশের ভাষা নেই। মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি আফগানিস্তানের সমবেদনা রইল।"এক বিবৃতিতে পাক বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বহু। এই খবরে শোকাহত পাকিস্তান। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

শিলচরে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস পালিত

শিলচর (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : শিলচরে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শিলচরে একটি সাইকেল মিছিলের আয়োজন করা হয়।

'স্বাস্থ্যের জন্য সাইকেল', এই থিম নিয়ে আজ শনিবার সকাল আটটায় মিছিলটি স্বাস্থ্য সেবার জয়েন্ট ডিরেক্টরের অফিস থেকে শুরু হয়ে সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতালে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে কাছাড় কলেজের এনসিসি ক্যাডাররা অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যায় ট্রেনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখেননি অভিশপ্ত করমণ্ডলের চালক

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : দুর্ঘটনাগ্রস্থ করমণ্ডল এক্সপ্রেস নিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন আর কে মন্ডল।

জানা গিয়েছে, শালিমার থকে যাত্রা শুরু করার পরে খড়গপুর স্টেশনে নেমে যান চালক আর কে মন্ডল। সেখান থকে অন্য চালক এগিয়ে যান ট্রেন নিয়ে। খড়গপুরের রানিং রুমে ছিলেন তিনি। খড়গপুরে তিনি জানিয়েছেন ট্রেনে তিনি কোনও টেকনিকাল সমস্যা দেখেননি। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ভেঙে, দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের একাধিক বগি। হতাহত হয়েছেন বহু যাত্রী। শুক্রবার রাতেই ওড়িশার বালাসোর থেকে একটু দূরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়। তিনটি ট্রেনের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই মৃত ২৬১ জন, আহত ৬৫০ জনেরও বেশি। কিন্তু ভাগ্যের বশে বেঁচে গিয়েছেন ট্রেনের প্রথম পর্যায়ের চালক আর কে মন্ডল।

ট্রেন দুর্ঘটনার পর বরাতজোরে ফিরলেন ঝাড়গ্রামের তিন আহত যাত্রী

ঝাড়গ্রাম, ৩ জুন (হি. স.) : চিকিৎসা করাতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কবল থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন ঝাড়গ্রামের তিন জন। তাঁদের মধ্যে দু''জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

ঝাড়গ্রামের বেতকুন্দ্রীর বাসিন্দা, দুই ভাই রফিক ও এমরোজ খাঁ এবং তাঁদের বাবা খলিল খাঁ ফিরছিলেন কটক থেকে। বাবার চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন তাঁরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁরা ছিলেন বেঙ্গালুরু হাওড়া এক্সপ্রেসে। ওডিশার বালেশ্বরের কাছে মালগাড়ি এবং চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা ঘটে। তার কিছুক্ষণ পরেই হাওড়াগামী বেঙ্গালুরু হাওড়া এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনের শেষের দিকে জেনারেল বগিতে ছিলেন তাঁরা।

দুর্ঘটনার জোরে জ্ঞান হারান তাঁরা। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান ফিরলে সেখান থেকে তাঁরা পরিবারকে ফোন করে বিষয়টি জানান। তারপরেই ঝাড়গ্রাম থেকে পরিবারের লোকজন গাড়ি নিয়ে রওনা দেন বালেশ্বরের উদ্দেশে। এমরোজ খান বলেন, ' আমরা কটক থেকে খড়গপুরে আসছিলাম।

ট্রেনে বসে মোবাইল দেখলাম, তখন প্রায় ৭টা ১৫ বাজে। মোবাইল বন্ধ করে পকেটে রেখেছি। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকট একটা আওয়াজ হয়। আমরা সকলেই আসন থেকে নীচে পড়ে যাই।'

তিনি আরও বলেন, 'ট্রেন উলটে যাওয়ার পর আমি ট্রেনের উপরে উঠে নীচে ঝাঁপ দিই। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে পাশাপাশি গ্রামের লোকজন এসে আমায় জল দেয় এবং আমি জ্ঞান ফিরে পাই। আমার সঙ্গে যে আরও দু''জন ছিল তাদেরকে কে কী ভাবে উদ্ধার করল তা আমি কিছুই জানি না।" এমরোজ বলেন, "তাদের সঙ্গে আমার প্রায় জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে দেখা হয়েছে। বাবার বুকে লেগেছে।"

ট্রেন দুর্ঘটনায় উদ্বেগ বাংলাদেশ উপ-হাই কমিশন, জয়া আহসানের

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : বালাসোরে করমন্ডল এক্সপ্রেস এর দুর্ঘটনায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। ভয়াবহ মর্মান্তিক এই ট্রেন দুর্ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এই ট্রেনে হয়তো বেশ কয়েক জন বাংলাদেশি ছিলেন। তাঁদের জন্যই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাই কমিশন এবং অভিনেত্রী জয়া আহসান।

শনিবার বাংলাদেশ উপ-হাই কমিশন থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে রয়েছে একটি হট লাইন নাম্বার ৯১ ৯০৩৮ ৩৫৩৫৩৩। তাতে লেখা হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ও ওডিশা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে উপ-হাই কমিশন। এর পাশাপাশি, দুর্ঘটনায় হতাহতদের কেউ বাংলাদেশী কি না, সেই খোঁজ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্যান্যদের মতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। জয়া নিজের মিডিয়া হ্যান্ডেল এ দুর্ঘটনা স্থলের নিকটবর্তী স্টেশনের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বার এবং বেশকিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন,'কারো পরিচিত কেউ এই ট্রেনে ট্রাভেল করলে খোঁজ নেবেন'। আশঙ্কা উদ্ধারকার যত এগোবে নিহত ও আহত এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে। বেশ কিছু যাত্রী এখনো ট্রেনের মধ্যে আটকে রয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে বিশেষ প্রতিনিধি দল। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মোট আহত হয়েছেন প্রায় এক হাজার জন। হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতগামী প্রচুর ট্রেন প্রতিদিনই ছাড়ে। সেখানেই অন্যান্যদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বহু মানুষ এই সমস্ত ট্রেনে সওয়ারি হন। তাঁরাও আসেন চিকিৎসার জন্য। ফলে হতাহতের তালিকায় বাংলাদেশের কেউ কেউ থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় জখম বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি

ঢাকা, ৩ জুন (হি. স.) : শুক্রবার সন্ধ্যায় বালেশ্বরের কাছে দুর্ঘটনার শিকার হয় চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, তিনটি বগি ছাড়া সমস্ত কামরাগুলি লাইনচ্যুত হয়েছে। রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বালেশ্বর। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৬১ জন। ৯০০-র বেশি যাত্রী আহত। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন বলে খবর। প্রতিবেশী দেশের এত বড় দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় তিনি বলেন, "ওড়িশায় একটি মালবাহী ও একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসের সংঘর্ষে শতশত মানুষ হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।" ভাল চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশবাসীর অনেকেরই গন্তব্য কলকাতা এবং দক্ষিণ ভারত। তাঁদেরও কয়েকজন সফর করছিলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত করমণ্ডল এক্সপ্রেসে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তাঁদের কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ বি এম সরওয়ার-ই-আলম সরকার। দুর্ঘটনায় জখম বাংলাদেশিদের তথ্য জানতে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন চালু করেছে হটলাইন। তার নম্বর ৯১৯০৩৮৩৫৩৫৩৩। এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করেও খোঁজ মিলবে।

করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের

নাগরাকাটা, ৩ জুন (হি. স.) : করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার পর থেকে একের পর এক আসছে মৃত্যুর খবর। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চেন্নাই যাওয়ার পথে মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর মিলেছে শনিবার ভোরে। এবার মৃত্যুর খবর মিলল ডুয়ার্সের চা বলয়ের আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম সাগর খাড়িয়া, বয়স ৩০। সে নাগরাকাটা ব্লকের নাগরাকাটা চা বাগানের ফুটবল লাইনের বাসিন্দা। এই ঘটনায় চাবাগানে শোকের ছায়া নেমেছে।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিন মাস আগে নাগরাকাটা চা বাগানের ১৩ জন যুবক বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন একটি হোটেলে কাজ করতে। গতকাল তাঁরা বেঙ্গালুরু-হাওড়া ডাউন হামসফর এক্সপ্রেসে বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়ায় ফিরছিলেন। শনিবারই তাদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল এক মাসের ছুটিতে। এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান সাগর খাড়িয়া। কম বেশি আহত বাকি ১২ জন যুবক। প্রত্যেকেই একই এলাকার বাসিন্দা।

এদিন সকালে আহত যুবকের মাধ্যমে সাগরের মৃত্যুর খবর আসে চা বাগানে। যখন খবর আসে সেই সময় সাগরের মা গিয়েছিলেন চা বাগানে পাতা তুলতে। সহকর্মীরাই এই দুঃখের সংবাদ জানায় সাগরের মাকে। এদিকে, ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নাগরাকাটা চা বাগানের ফুটবল লাইনে শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। কিভাবে বালেশ্বর থেকে সাগরের দেহ ফেরাতে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবারের লোকেরা। নাগরাকাটার হতাহতদের ফেরাতে ওডিশা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।

অভিশপ্ত করমণ্ডলেই স্বপ্নভঙ্গ মালদার যুবকদের

মালদা, ৩ জুন (হি. স.) : এখনো গ্রামজুড়ে উৎকণ্ঠা মালদার মালতিপুরে। বিধানসভা এলাকায় পাঁচ জন শ্রমিক চেন্নাই কাজে যাচ্ছিল। পথে উড়িষ্যায় ট্রেন দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এখন পর্যন্ত খবর। আরও একজন নিখোঁজ রয়েছে। বাকিরা গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার রাত নটা গ্রামে খবর পৌঁছায় ট্রেন উল্টে গিয়েছে। সেই ট্রেনেই গ্রামের পাঁচ শ্রমিক চেন্নায় যাচ্ছিলেন কাজে। তাঁদের মধ্যে নাকি দুই জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাকিরা গুরুতর জখম।

খবর পৌঁছাতেই গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার ভোরে খবর আসে নিখোঁজ দুই জনের মধ্যে একজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে। এমনকী পরিবারের লোকেদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মৃতদেহের ছবি দেখানো হয়।

মৃত শ্রমিকের নাম মাশরেকুল। মালদহের মালতিপুরের ধানগাড়া পঞ্চায়েতের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। এই প্রথম প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন মাশরেকুল।

পরিবারের বড় ছেলে। সংসার তাঁর উপরে ভর করেই চলছিল। এতদিন গ্রামেই বিভিন্ন শ্রমিকের কাজ করে সংসার চলছিল। শ্রমিকের কাজ প্রতিদিন মিলছে না, রোজগার কম হচ্ছে। তাই ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মালদহের মাশরেকুল।

দুই সন্তান স্ত্রী সহ বৃদ্ধ বাবা মাকে রেখে গ্রামের অনান্য শ্রমিকদের সঙ্গে চেন্নাই যাচ্ছিলেন শ্রমিকের কাজে। তবে কাজে যাওয়া হল না। করমন্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত হল তাঁর। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনার খবর জানাজানি হতেই পরিবারের লোকের উৎকণ্ঠা শুরু হয়। ভোর নাগাদ মাশরেকুলের মৃত্যুর খবর আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। শোকের ছায়া এলাকায়।

মৃতের মা হেরেনা বিবি বলেন, রাতে খবর পাই আমার ছেলেরা যে ট্রেনে যাচ্ছিল দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তখন ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিল না। শনিবার সকাল নাগাদ খবর আসে ছেলে মারা গিয়েছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল আমার ছেলে। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা, স্ত্রী এবং বছর ছয় এর ছেলে ও ১২ মাসের মেয়ে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন মাশরেকুল। শনিবার সকাল থেকে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-স্বজনের ছুটে আসে তাঁর বাড়িতে। খবর পেয়ে ওই গ্রামে এদিন সকালেই ছুটে যান স্থানীয় বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। তিনি পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়াও ওই গ্রামের জখম শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন। তবে এখনো তাদের সঙ্গী আরো একজন নিখোঁজ রয়েছে।

পড়ুয়াদের বিভিন্ন পরীক্ষার কোচিঙের দরখাস্ত আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : অসমের আদিবাসী উন্নয়ন অধিকরণের পক্ষ থেকে চা বাগান এলাকা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিঙের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।

এই কোচিঙের ৯০ শতাংশ শুল্ক (ফিজ) সরকার এবং ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া বহন করবেন। এই প্রকল্পের গাইডলাইন ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঠ্ঠন্দ্রত্ম.থ্ব্ব্ব্থদ্ধ.ড্ড্ড্ড্র ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। আগামী ২৫ জুনের মধ্যে এ ব্যাপারে অনলাইন পোর্টাল ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঙ্খ্ব্ব্ব্থদ্ধ.ড্ড্ড্ড্র-এ জমা দেওয়া যাবে বলে হাইলাকান্দির সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য এম্পানেলড ইনস্টিটিউশন-এর মাধ্যমে চা বাগান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সিভিল সার্ভিস, এসএসসি, ব্যাংকিং, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স এবং মেডিক্যাল এন্ট্রান্স এগজামিনেশনের জন্য কোচিং দেওয়া হবে।

মণিপুরে ফের বন্দুক হামলা, কুকি জঙ্গিদের গুলিবর্ষণে আহত প্রায় ১৫, সংকটজনক দুই

ইমফল, ৩ জুন (হি.স.) : মণিপুরে অব্যাহত বন্দুক হামলা। কুকি জঙ্গিদের ফের গুলিবর্ষণে আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন নাগরিক। তাদের মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। আহত সবাইকে ইমফলে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে (রিমস)-এ নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চারদিনের মণিপুর সফরের শেষ দিন ১ জুন ইমফলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কুকি জঙ্গিদের সাসপেনশন অব অপারেশন (এসওএস)-এর গ্রাউন্ড রুল লঙ্ঘন না করতে সতর্ক করেছিলেন। তার পরও মণিপুরের বিভিন্ন প্রান্তে কথিত কুকি জঙ্গিরা অসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে গুলি হামলার নতুন ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুর ছেড়ে যাওয়ার একদিন পর, আজ শনিবার ভোররাত প্রায় ২.২০ মিনিট নাগাদ ইমফল পশ্চিম জেলার কংচুপ ফায়েং এবং চিংখং গ্রামে অত্যাধুনিক বন্দুক দিয়ে হামলা চালায়। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ সূত্রে জানা গেছে, দুই গ্রামে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের বন্দুক হামলায় আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত সবাইকে ইমফলে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে (রিমস)-এ নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

গ্রামবাসীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের শীর্ষ সূত্রটি জানিয়েছে, বিপুল সংখ্যক কুকি জঙ্গি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কংচুপ পাদদেশের আবুলোক এলাকায় ঢুকে। তারা প্রথমে সেখানকার অসামরিক মানুষজনের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামবাসী তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সশস্ত্র জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে।

সূত্রটি জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট দুই গ্রামে জঙ্গিরা যখন হামলা চালায়, তখন খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনী, বিএসএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের দল গিয়ে হামলাবাজদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছিল। ফলে যৌথ বাহিনীর তৎপরতায় ঘটনা বেশিদূর গড়াতে পারেনি। স্নিপার ডগ নিয়ে কম্বিং অপারেশন চলছে, জানিয়েছে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ সূত্র। তবে কোনও ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে সেকমাইয়ের বিধায়ক হেইখাম ডিঙ্গো জানান ইমফল পশ্চিম জেলার কংচুপ ফায়েং এবং চিংখং গ্রামে কতিপয় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গি সাধারণ মানুষের ওপর হামলা করে অশান্তি সৃষ্টি করেচে উদ্যত হয়েছে। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের আবেদনেও তারা সাড়া দেয়নি। বিভিন্ন স্থানে বহু সাধারণ নাগরিক বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছেন। তিনিও এ ধরনের সহিংস তথা অগ্নিসংযোগের মতো কার্যকলাপ বন্ধ করতে কুকিদের প্রতি আবেদন জানান।

বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে প্রধানমন্ত্রী, সরজমিনে ঘুরে দেখলেন গোটা পরিস্থিতি

বালেশ্বর, ৩ জুন (হি.স.): ওডিশার বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিকেলের দিকে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সরজমিনে ঘুরে দেখেন গোটা পরিস্থিতি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনগুলি দেখেন প্রধানমন্ত্রী। কথা বলেছেন উর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং রেলের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার বালেশ্বর যাওয়ার আগে নয়াদিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন বৈঠকে। আহতদের দেখতে হাসপাতালেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উল্লেখ্য, বালেশ্বরে তিনটি ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬১ জনের, আহতের সংখ্যা বহু।

শ্রীরামপুরে ফের উদ্ধার ১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের ভাং, গ্রেফতার দুই

কোকরাঝাড় (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁও মহকুমার অসম-পশ্চিমবঙ্গ আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুরের হারাপুটায় এবার ১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার গোসাঁইগাঁও মহকুমার শিমুলটাপু থানা কর্তৃপক্ষ জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে ৩১ নম্বর (গ) জাতীয় সড়কের হারাপুটায় এনআরএল পেট্রোল ডিপোর সামনে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের গাঁজা।

জানা গেছে, জেএ ০২ এন ৭২৭৫ নম্বরের একটি ট্রাকে ইমামি কোম্পানির সরষে তেলের প্যাকেটের নীচে লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল এই গাঁজাগুলি। গাঁজাগুলি ট্রাকের ক্যাবিনে গোপন চেম্বারে বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে ট্রাকের চালক ও সহ-চালক যথাক্রমে বিহারের প্রদীপ রাই এবং আনন্দ কুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় প্রদত্ত বয়ানে ধৃতরা নাকি জানিয়েছে, গাঁজাগুলি তারা গুয়াহাটির বর্ণিহাট থেকে বিহারের ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের।

ডিব্রুগড় শহরে পুরনো ডাম্পিং গ্রাউন্ডে মৃতদেহ

ডিব্রুগড় (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : ডিব্রুগড় শহরের মাইজান এলাকার পুরনো ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ শনিবার সকালে পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির মৃতদেহ দেখে এলাকায় চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়। মৃতদেহটি ডিব্রুজান রেললাইন এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি লালজি শাহ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, গত ১১ দিন থেকে ডিব্রুজান রেললাইন এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি লালজি শাহ সন্ধানহীন ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে লালজি শাহ কী করে এখানে এলেন, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না পরিবারের সদস্যরা।

চিনে খেলবেন মেসিরা, টিকিটের মূল্য আকাশছোঁয়া

বেইজিং, ৩ জুন (হি.স.): বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথমবার বাইরের দেশে খেলতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় সফর করবে মেসিবাহিনী।আগামী ১৫ জুন বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া। ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৬৮ হাজার। বিভিন্ন ক্যাটাগরির টিকিটের জন্য দর্শকদের সর্বনিম্ন ৮২ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮ হাজার ৭৫৩ টাকা। অন্যদিকে, এ ম্যাচের সবথেকে দামি টিকিটের জন্য গুনতে হবে ৬৮০ মার্কিন ডলার ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৭২ হাজার ৫০০ টাকা।

ওড়িশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাসন্তীর পাঁচ জনের

বাসন্তী, ৩ জুন (হি. স.) : ওড়িশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ঘটনায় মৃত্যু বাসন্তীর পাঁচ জনের। তাঁদের মধ্যে একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। ট্রেন দুর্ঘটনায় তিন ভাই হারান গায়েন, নিশিকান্ত গায়েন, দিবাকর গায়েনের মৃত্যু হয়েছে।

মৃতরা সকলেই পরিযায়ী শ্রমিক। অন্ধ্রপ্রদেশে ধান রোয়ার কাজে যাচ্ছিলেন। এর আগেও একাধিকবার গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার কাজে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনা। তাঁরা ছাড়াও এই বাসন্তীর ছরানেখালি গ্রামের আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নাম বিকাশ হালদার, সঞ্জয় হালদার। সকাল নয়টায় বাড়ি থেকে বের হয়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় বাসন্তী ও গোসাবা এলাকার আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২৬১ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে ১৮৯ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। ৭২ জনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উদ্ধারকার্য প্রায় শেষের পথে। অর্থাৎ বগির নীচ থেকে দেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে। কম্পার্টমেন্টগুলোকে এবার ক্রেনের মাধ্যমে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন, রাজনাথের সঙ্গে মিলিত হবেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): মার্কি

কৌশল্যা যোজনার অধীনে রাজ্য ভিত্তিক চাকুরী মেলা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

স্বাবলম্বন প্রকল্পে অটোরিক্সার লাইসেন্স বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। স্বাবলম্বন প্রকল্পে যারা অটোরিকশা নিতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে লাইসেন্স বিলি করা হয়।শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে হয় ছোট পরিসরে অনুষ্ঠান। সেখানে জেলা ৩৬ জনকে অটোরিক্সার লাইসেন্স দেওয়া হয়। জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি তথা সহকারী সভাপধিপতি হরি দুলাল আচার্য জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে স্বাবলম্বন স্কিমে এই অটোর লাইসেন্স প্রদান করা হয় ইচ্ছুক সুবিধাভোগীদের মধ্যে। তিনি জানান, মানুষের কাছে এর প্রচার নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই কর্মসূচী। সুবিধাভোগীরা এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে পরিষেবা পেয়ে যাবে।

রাজ্যবাসী

● প্রথম পাতার পর

শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় এখন আমের সমাহার দেখা যায়। তিন কিলো একশো টাকা এই দাম চিৎকার করে আমের ক্রেতা পারছেন না বিক্রেতারা। বহি রাজ্য থেকে আসা আম গাড়িতেই পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মহারাজগঞ্জ বাজারের পাইকারি বিক্রেতা নিবাস মজুমদার জানিয়েছেন। কলাও একই অবস্থা। গরমে কলা গুলি কালা হয়ে যাচ্ছে। ন্যায্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না বলেই লেক চৌমুহনী বাজারের কলা ব্যবসায়ী জানালেন। জাম লিচু প্রায় শেষের পথে। কাঁঠাল বাজার দখল করে নিয়েছে। এদিকে সেচের অভাবে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দাম বেড়ে গেছে সবজির। পাহাড়ে জলের অভাবে নাজেহাল মানুষ। কারন জলের উৎসই শুকিয়ে গেছে। ফলে নানা ধরনের রোগেরও সৃষ্টি হচ্ছে। হাসপাতাল গুলির উপরেও চাপ বাড়ছে। শিশুদের অবস্থা আরো ভয়ংকর। চিকিৎসকদের চেম্বারগুলিতে এখন রোগীর ভিড়। প্রচন্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে এখন দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা পানিয়। এক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছেন ঠান্ডা পানীয় বিক্রেতারা। এদিকে হাওয়া অফিস জানিয়ে দিল তাপমাত্রা ৩৯ /৪০ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। বাতাসের আদ্রতা বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে। সব মিলিয়ে গরমে ছন্দপতন জনজীবনে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জোলাইবাড়িতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুন।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সারাদিয়ে ও মন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো কুষারঘাট তরুন সংঘ। কুষারঘাট তরুন সংঘ প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কর্মসূচি করেথাকে। রাজ্যে রক্তের সল্পতা মেটাতে রক্তদানে এগিয়ে আসারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। অপরদিকে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রক্তদানে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রকে রাজ্যের বিশেষ একটি জায়গায় পৌঁছানোর প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে বিগতদিনেও জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের অনেক সংস্থা রক্তদানে এগিয়ে আসে। আজকেরদিনেও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রীয় মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার ডাকে সারাদিয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসলো কুশারঘাট তরুন সংঘ। আজকের এই রক্তদান শিবিরের শুভসূচনা করলেন জয়প্রীয় মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরের প্রভুজী করুনেশ্বর মাধব দাস, শান্তির বাজার মহকুমার অতিরুক্ত মহকুমাশাসক বিপুল দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা রক্তদানের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনাকরেন। মন্ত্রী উনার বক্তব্যের মাধ্যমে জানান রাজ্যসরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কাজকরেযাচ্ছেন। লোকজন অসুস্থ হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করাসম্ভব। প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয় করাসম্ভব, নার্সের পরিষেবা উন্নয়ন করাসম্ভব কিন্তু রক্তের প্রয়োজন হলে রক্ত ক্রয়করাসম্ভবনয়। রক্তের চাহিদা মেটাতে ও চিকিৎসা পরিষেবা সঠিকভাবে বজায়রাখতে লোকজনের সহযোগীতা প্রয়োজন। তাই রক্তদানের মাধ্যমে রাজ্যসরকারের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগীতা করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী উনার বক্তব্যের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ বন্ধকরারজন্য ক্লাব কতৃপক্ষ ও সকল অংশের লোকজনদের প্রতি বিশেষ আহব্বান জানান।

বাইখোরায় অঙ্গনওয়াড়ি পরিবার মিলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুন।। মহিলা মোর্চার উদ্দ্যোগে বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প এলাকায় অনুষ্ঠীত হয় অঙ্গনওয়াড়ি পরিবার মিলন। শনিবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার এস এস বি ক্যাম্প এলাকায় কমিউনিটি হলে বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্দ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠীতহয় অঙ্গনওয়াড়ি পরিবার মিলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের নবমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকরাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা করলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। উদ্ভোধকের পাশাপশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী মন্ডলের জনপ্রীয় মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও যুবদের আইকন তথা যুবমোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী সহ মহিলা মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্বরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীরকথা জনসন্মুখে তুলেধরেন। মন্ত্রী জানান উনাদের সময় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গাছের তলায় বসে পরতেহতো, খাওয়ার জন্য বিশুদ্ধ জল ছিলোনা। নদী নালার জলদিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খিচুরী রান্নাকরাহতো। লেখাপরা করারসময় তিব্র গরম থেকে বাচারজন্য পাখাছিলোনা। বর্তমান রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয়সরকার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চেহেরা পাল্টিয়ে দিয়েছে। এখন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সমস্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা পাওয়াযায়। তাই মন্ত্রী আজকের এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রসংশা করেছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্রকরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

বিলোনীয়াতেও বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনীয়া, ৩ জুন।। ভারতবর্ষে মোট মৃত্যুর ৬৩ শতাংশ হচ্ছে ডায়াবেটিস,উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন অসমক্রামক ব্যাধিতে। নিয়মিত চঙ্খ শারীরিক ব্যায়াম বা খেলাধুলার অভাব- এই অসংক্রমক রোগ সমূহের জন্য অনেকটাই দায়ী। শরীরচর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে বাইসাইকেল চালানো। নিয়মিত বাইসাইকেল চালানোর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের দেহ এবং মনকে সুস্থ সবল রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর এই তেশরা জুন তারিখ বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস হিসেবেই উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ বছর এই দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয়:-'স্বাস্থ্যের জন্য সাইকেল'। বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালি বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়।এই র‍্যালীতে প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই র‍্যালীতে নেতৃত্ব দেন বিলোনিয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মনোরঞ্জন দাস, মহাবিদ্যালয়ের এন.এস.এস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পিনাকী মাইতি এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার এন.পি.সি.ডি.সি.এস- ডঃ অলক দাস।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ কদমতলা এলাকার প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘর থেকে ১০ পেকেটে ১০০কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও পুলিশি অভিযানের আঁচ পেয়ে আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় গাঁজা পাচারকারী। কদমতলা থানার পুলিশ পৃথক দুটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত জারী রেখেছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের কালোবাজারি মূল্য কুড়ি লক্ষ এবং গাঁজার কালোবাজারি মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা।

ওড়িশায় করমন্ডল দূর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরা।

তত ক্ষণে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোনও ভাবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ির পিছনে। মালগাড়ির পিছনে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ধাক্কার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন মালগাড়ির কামরার উপরে উঠে যায়। পিছনে বেলাইন হয়ে পড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটির বেশির ভাগ কামরা। সেই সময়ই উল্টো দিক থেকে আসছিল বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়াগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেন। যা লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে থাকা করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরার উপর দিয়ে চলে যায়। ডাউন লাইনে পড়ে থাকা করমণ্ডলের কামরার সঙ্গে সংঘর্ষে বেলাইন হয়ে যায় হাওড়াগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের একাধিক কামরা। ছিটকে পড়েন ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীরা।

শনিবার সকালে ওডিশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জানা জানিয়েছেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী আহত হয়েছেন এবং বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক, জাজপুর এবং কটক জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। এ পর্যন্ত ২৮৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওডিশার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, বালেশ্বরের বাহানাগাতে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এক দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৩ জুন রাজ্য জুড়ে কোনও উদযাপন করা হবে না। এদিন সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীণ পট্টনায়েকও।

মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন এদিন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, রেলের পক্ষ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জে পি নাড্ডা : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ওডিশার বালেশ্বরে ভয়াবহতম ট্রেন দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শনিবার সারা দেশে সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত করেছে।

জগনমোহন রেড্ডি : অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে নিহতদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমি ঈশ্বরের কাছে শান্তি কামনা করছি।পুষ্কর সিং ধামি : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনা হৃদয় বিদারক। আমি ঈশ্বরের কাছে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা।

অজিত পওয়ার : এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার বলেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা, রেল বিভাগের উচিত এটি তদন্ত করা, এবং যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রেলের উচিত যাত্রীদের জীবনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। আগে এই ধরনের ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করতেন, এখন কেউ কথা বলতে রাজি নয়।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাসের সাজা ঘোষণা করেন বলে জানান মামলা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত স্পেশাল পিপি সম্রাট কর ভৌমিক। তিনি জানান বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা হলে এই মামলায় আসামীদের ফাঁসি চাওয়া যেত। কিন্তু এটা বিরলতম ঘটনা নয়। তাই যাবজ্জীবন চাওয়া হয়। সরকার কোন ক্ষমা প্রদর্শন না করলে বাকী জীবন তাদের জেলেই কাটাতে হবে। হত্যার ঘটনার প্রায় চার বছর পর চারজনকে দোষী সাব্যস্ত করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস বোধিসত্ত্বর পরিবার।

শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ত্রিকালদর্শী শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৩ তম তিরোধান স্মরণোৎসব। এই উপলক্ষ্যে শনিবার রাজধানীর শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে সকাল থেকে শুরু হয় বিশেষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান।

ইতিমধ্যেই তিরোধান স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দির কমিটির উদ্যোগে ২১ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে রক্তদান শিবির। এরপর একাধিক কর্মসূচী করা হয়। শনিবার মঙ্গল আরতির মাধ্যমে শুরু হয় পুজা। এরপর হয় বাল্যভোগ। দুপুরে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই বছর দশম থেকে দ্বাদশে উত্তীর্ণ দুঃস্থ ৫০ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে পাঠ্যবই প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক অমূল্য ভট্টাচার্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হয় দিনভর।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল্যা যোজনায় চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। গ্রামন্নোয়ন দপ্তরের অধীনে থাকা ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের উদ্যোগে শনিবার টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনার অধীনে রাজ্য ভিত্তিক চাকুরী মেলা।

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনার মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার বা মেধাবী স্কুল ছুটদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মদ্যোগী করে তোলা। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে ৭০ শতাংশ কে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংস্থায় কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এদিনের চাকুরী মেলায় মোট ১৫ টি সংস্থা অংশ নেয়। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ৮০০ জনের মধ্যে থেকে দক্ষতা অনুযায়ী চাকুরী প্রদান করবে সংস্থা গুলি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা কাজের সুযোগ পাবেন। এদিনের চাকুরী মেলার সূচনা করেন বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব। ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ দেবাশিস বসু, ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহক প্রসাদ রাও সহ অন্যান্যরা।

কশনগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে বরযাত্রী বোঝাই গাড়ির ধাক্কা, মৃত ৫

কিশনগঞ্জ, ৩ জুন (হি. স.) : বিহারের পূর্ণিয়ার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মারাঙ্গা বাইপাসে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে বরযাত্রী বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় তিন শিশু সহ নয়জন মারাত্মক জখম হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরযাত্রী বোঝাই গাড়িটি আরারিয়ার জউকিহাটের থেকে খাগারিয়া যাচ্ছিল। সেই সময় মারাঙ্গা বাইপাসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ওই চারচাকার গাড়িটি জোরে ধাক্কা মারে। এতে পাঁচজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। বর অবশ্য দুর্ঘটনায় পড়েননি। তিনি অন্য গাড়িতে ছিলেন। পূর্ণিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পুষ্কর কুমার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে পূর্ণিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

রাজস্থানের বিকানের এবং যোধপুরে একজন করে করোনায় সংক্রমিত

জয়পুর, ৩ জুন (হি. স.) : গত মাসে রাজস্থানে যে হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছিল, এখন সেই হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। শনিবার রাজ্যের মাত্র দুটি জেলায় একজন করে নতুন সংক্রামিত ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে। সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২।মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, শনিবার ডুঙ্গারপুর জেলা ছাড়া বাকি ৩২ টি জেলায় ১৯২৭ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে বিকানের এবং যোধপুরে একজন করে নতুন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। জয়পুরে এখন ৪টি, বিকানের এবং উদয়পুরে ৩ টি এবং যোধপুরে দুটি করে করোনার সক্রিয় রোগী রয়েছে।

কুল্লুতে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু মহিলার, আহত ৫

কুল্লু, ৩ জুন (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের বানজার থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গাড়ির আরও পাঁচজন আরোহী আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার একটি সুইফ গাড়ি জলদি জোট থেকে বানজারে আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।গাড়িটি জলোদার কাছে পৌঁছালে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং গাড়িটি ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। যেখানে চিকিৎসক এক মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সুপার সাক্ষী ভার্মা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দিল্লির বাসিন্দা মহম্মদ আফিজের স্ত্রী গাজালা নাজরিনের (৬০)। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শিলচরে পি এম জে এ ওয়াই কার্ড বিতরণ সম্পন্ন

শিলচর (অসম) ৩ জুন (হি.স.) : শিলচর গান্ধী ভবনে শনিবার কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ৪০ জন সুবিধাভোগীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পি এম জে এ ওয়াই কার্ড বিতরণ করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার গঠনের পর থেকে বহু প্রকল্প গ্রহণ করায় দেশ উন্নয়নের দিকে বহুদূর এগিয়েছে। এরমধ্যে আয়ুষ্মান ভারত এই সরকারের একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন অতীতে কোন সরকারি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। কাছাড় জেলায় ১১ লক্ষ ৮ হাজার মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড এর আওতায় আনা হবে। শিলচর বিধানসভায় অন্ততপক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের অধীনে আসবেন। এই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি করার জন্য সাধারণ মানুষকে আহবান জানান শিলচরের বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রীও স্বাস্থ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে আরো একটি প্রকল্প চালু কর

আগরতলায় পা রাখলেন ক্লুজার মাঠ দেখে দায়িত্ব কাঁধে আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। আগরতলার মাটিতে পা রাখলেন বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার ল্যান্স ক্লুজনার। শুক্রবার থেকে বিমানে চড়া শুরু। ডারবান, দুবাই হয় দিল্লি ভায়া কলকাতা ভায়া এখন প্রিয় জুলু আগরতলায়। দীর্ঘ পথ ট্র্যাভেলিং করে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত ক্লুজনার আজ তেমন কিছুই বলেননি। যা বলবেন বা যে দায়িত্ব কাঁধে নেবেন সবই আগামীকাল সকাল দশটার পর। তবে এর আগে রাজ্যের কয়েকটা মাঠ বিশেষ করে এমবিবি স্টেডিয়াম, নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড, নির্মিয়মান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইত্যাদি ঘুরে দেখবেন। অতঃপর টিসিএ-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে স্বাক্ষরের দিকে এগোবেন। ত্রিপুরার নতুন হেড অফ দ্য কোচ ল্যান্স ক্লুজনার দায়িত্ব নেবেন আগামীকাল। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর রয়েছে, আগামীকাল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অনূর্ধ ১৯ মহিলাদের জাতীয় ক্রিকেটের প্রস্তুতি শিবির দিয়েই রাজ্য ক্রিকেটের দায়িত্ব নেবেন ল্যান্স ক্লুজনার। এই শিবিরের জন্য ৪৭ জন মহিলা ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডারবান থেকে দুবাই হয়ে ল্যান্স ক্লুজনার কলকাতায় এক রাত্র কাটিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তিমির চন্দ, সচিব তাপস ঘোষ উনাকে নিয়ে এসেছেন আগরতলায়। বিকেলের বিমানে ক্লুজনার আগরতলায় পৌছুলে এমবিবি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। রাত্রি যাপনের জন্য অভিজাত হোটেলে উঠেছেন। আগামীকাল একাধিক মাঠ পরিদর্শনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা ক্রিকেটের সামগ্রিক কোচের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটির একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। গত বছর জাতীয় দলের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহাকে ত্রিপুরা দলে অন্তর্ভুক্ত করে চমক দেখানোর পর, বিদেশি কোচ ল্যান্স ক্লুজনারকে রাজ্য ক্রিকেটের হেড অফ দ্য কোচের দায়িত্ব অর্পণ একটি বিশাল বড় ভূমিকা। পরিসংখ্যানে ল্যান্স ক্লুজনারের পাশে সাফল্যের খতিয়ানে রয়েছে, ওয়ানডে এবং টেস্ট মিলিয়ে মোট ২২০ টি ম্যাচ অংশ গ্রহণ। সংগৃহীত রয়েছে ৫৪৮২ রান। ঝুলিতে উইকেট রয়েছে ২৭২ টি। উল্লেখ্য, ল্যান্স ক্লুজনার এই সিজনে ১০০ দিনের জন্য হেড অফ দ্য কোচের দায়িত্ব সামলানোর কথা রয়েছে।

WALK IN INTERVIEW

Retired Govt. Servants having the following qualification and experience are invited to appear for "Walk-in-Interview" for the vacant posts and the posts which are likely to be vacant soon on contract basis for a fixed period of 1 (one) year to be held in the Institution of Lokayukta, Old Secretariat Complex, Agartala **on 08-06-2023 (Thursday) at 2'00 p.m.** The candidates should be physically fit and mentally sound and they should submit his/her application along with complete biodata enclosing all attested copies of testimonials and PPO on that date between 10 a.m. and 12 noon.

Sl. No.	Name of the post	No. of post	Required experience	Remuneration
1	Head Clerk	1	At least 5 years' experience as Head Clerk-cum-Accountant. Preference will be given to the candidates who have accounts training.	As per Govt. Rules
2.	UDC	1	At least 5 years' experience as U.D.Clerk or 10 years experience as L.D.C. Preference will be given to the candidates of High Court/ District judiciary who have experience in dealing with the case records in Bench Section.	As per Govt.Rules
3.	UDC	1	At least 5 years' experience as U.D.Clerk or 10 years' experience as L.D.C. Preference will be given to the candidates who have experience in dealing with the accounts matter.	As per Govt. Rules
4	LDC	1	At least 5 years' experience as L.D.Clerk Preference will be given to the candidates of High Court/ District judiciary who have experience in dealing with the case records	As per Govt. Rules
5	LDC	1	At least 5 years' experience as L.D.Clerk. Preference will be given to the candidates who have experience in dealing with the Cash Section	As per Govt. Rules
6	LDC	1	At least 5 years' experience as L.D.Clerk. Preference will be given to the candidates who have experience in dealing with the Establishment Section	As per Govt. Rules
7	Group-D	4	At least 5 years' experience in dealing with the works of Ejlash Peon / Process Server /Cash Section/ Handling of photo copier machine.	As per Govt. Rules

N.B. No TA /DA will be allowed for the interview.

3/6/23
(Jiban Krishna Acharjee)
REGISTRAR
Institution of the Lokayukta,
Tripura, Agartala.
REGISTRAR
LOKAYUKTA
Tripura, Agartala

ICA/D-319/23

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA Advt. No. 07/2023

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 01 (one) UR vacant post of Director, State Council of Educational Research and Training, Group-A (Gazetted) under Education (School) Department, Govt. of Tripura.
For detailed Advertisement please visit -www.tpsc.tripura.gov.in.

(Dr. T.K. Debnath, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

জে সি মেমোরিয়াল ২০১৯-২০ সুপার লীগ শুরু কাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। জে সি মেমোরিয়াল সুপার লীগ ২০১৯-২০ শুরু হচ্ছে ৫ জুন থেকে। তৎকালীন সময়ে বিপুল মজুমদার স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে সেরা চার দল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, স্ফুলিঙ্গ, জেসিসি এবং কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে এই জে সি মেমোরিয়াল সুপার ফোর সুপার লিগে। এবার ম্যাচ তিন দিনের দুই ইনিংসে। টুর্নামেন্ট পুরোপুরি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ২০২২-২৩ টুর্নামেন্ট বিধি অনুযায়ী চলবে। সাড়ে আটটা থেকে ১১ টা পর্যন্ত প্রথম সেশন, ৪০ মিনিট লাঞ্চ টাইমের পর ১:৪০ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় সেশন। কুড়ি মিনিটের টি-ব্র্যাকের পর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সেকেন্ড সেশন। এডভাইসারি টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ থেকে ৭ ই জুন নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের (জেসিসি) বিরুদ্ধে। একই দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। ২ দিন বিরতির পর ১০ থেকে ১২ জুন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। পুনরায় দুই দিন বিরতির পর ১৫ থেকে ১৭ জুন এমবিবি স্টেডিয়ামে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই দিনে নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। ছটি ম্যাচের শেষে পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স নির্ধারিত হবে।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিং রাঁচিতে ২৩ সদস্যের রাজ্য দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রওয়ানা হলো ত্রিপুরার পাওয়ার লিফটার-রা। ঝাড়খন্ডের রাঁচির উদ্দেশ্যে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সাবজুনিয়র এবং জুনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা। ৬-১১ জুন হবে আসর। তাতে অংশ নিতে শনিবার সকালের ট্রেণে রওয়ানা হলো ২৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী প্রতিটি খেলোয়াড়। রাজ্য পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ বিশ্বাস করে আসরে খেলোয়াড়দের সাফল্য পাওয়া নিয়ে। ত্রিপুরা দল: সাবজুনিয়র (বালক): কিঙ্কর বরুয়া, ঋষি বিশ্বাস, রাম পাল, সুখরাম ধানুক, (বালিকা); সঙ্গিতা চৌধুরি, বৃষ্টি উরিয়া, মৌসুমী দেবনাথ, শ্রেয়া আচার্য,স্মৃতি দাস। কোচ; সঞ্জয় আচার্য, ম্যানেজার: অনিন্দিতা দেবনাথ। জুনিয়র (বালক): রজত কুমার দাস, বিশাল দাস, শায়ন রায়, অতনু মল্লিক,ড্যানিয়েল জমাতিয়া, অর্পন সূত্রধর, শুভ্রজিৎ দেবনাথ (বালিকা): রূমানা খাতুন, বিনীতা দে এবং অনুপ্রমা সাহা। কোচ: শম্ভুনাথ সাহা, ম্যানেজার: অমরেশ দেববর্মা।

শান্তিরবাজারে ক্রিকেট জয়ী তুইকর্ম যুব ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। সহজ জয় পেলো তুইকর্ম যুব ক্লাব। পরাজিত করলো অঙ্কুর ইউনিটকে। ৬ উইকেটে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অঙ্কুর ইউনিটের গড়া ১৪৯ রানের জবাবে তুইকর্ম যুব ক্লাব ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের জীবন্ত লাল রিয়াং ৬৮ রান করে। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে অঙ্কুর ইউনিট প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৪৯ রান করে। দলের পক্ষে সৈকত পাল ৬৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২, রূপক বরুয়া ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, দ্বীপজয় দত্ত ২০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান।তুইকর্ম যুব ক্লাবের পক্ষে কিষান রিয়াং (৩/৩১), হিমলেশ সাংমা (৩/৩৪) এবং জীতেন্দ্র রিয়াং (২/৩১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৭.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তুইকর্ম যুব ক্লাব। দলের পক্ষে জীবন্ত লাল রিয়াং ৪৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮, সঞ্জীৎ দেববর্মা ১৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, হিমলেশ সাংমা ১৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং ডেভিড রিয়াং ৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। অঙ্কুর ইউনিটের পক্ষে দ্বীপজয় দত্ত (২/৫৪) সফল বোলার।

৪৭ জন মহিলা ক্রিকেটারদের প্রি-সেশন ক্যাম্প শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রি-সেশন ক্যাম্প শুরু হবে আগামীকাল থেকে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সারা রাজ্য থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ৪৭ জন্য অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের শিবিরে ডাকা হয়েছে। বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নাম ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক তাপস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন। বাছাইকৃত ৪৭ জন মহিলা ক্রিকেটারদের আগামীকাল বেলা এগারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলোয়ারদের অবশ্যই ডিজিটাইজ বার্থ সার্টিফিকেট, আপডেট করা আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ক্রিকেটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাসবুক, ক্রিকেটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্যানসেল্ড চেক এবং জন্ম তারিখ উল্লেখিত স্কুল সার্টিফিকেট ইত্যাদি ডকুমেন্টস অরিজিনাল বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রি-সেশন ক্যাম্পের জন্য ডাক পাওয়া মহিলা ক্রিকেটাররা হলো: মোহনপুরের প্রিয়া সরকার, পারমিতা চক্রবর্তী, ভূমিকা নায়েক, তানিয়া দেব, রুপালী দাস, টিয়া রায়। সদরের বিজয়া ঘোষ, অদিতি ঘোষ, অস্মিতা দেবনাথ, অভিধা বর্ধন, দেবশ্রীতা চৌধুরী, তৃষা দেবনাথ, স্নেহা দেবনাথ, পুনন্দিতা দেবনাথ, লক্ষ্মী দেবনাথ, গিয়া মন্ডল, অর্পিতা দত্ত, অবন্তিকা ভৌমিক, তৃষ্ণা ছেত্রী, অনামিকা রুদ্র পাল, সনি কুমারী, দেবী সেন, স্নিগ্ধা সরকার, সোহাদ্রিতা দেব। শান্তির বাজারের রিফু দেববর্মা, অঙ্কিতা পাটারি অন্তরানি নোয়াতিয়া, রেশমি নোয়াতিয়া, অনিতা নোয়াতিয়া। বিশালগড়ের অস্মিতা দাস, পায়েল নম:, মৌমিতা সাহা। খোয়াইয়ের অদিতি দাস, মিনতি বিশ্বাস, নন্দিতা কর, খ্রিস্টিনা রেবা।
লংতরাইভ্যালির তনুশ্রী সরকার। কমলপুরের অস্মিতা দাস।
বিলোনিয়ার সায়ন্তিকা দাস। কৈলাশহরের স্নিগ্ধা দাস, স্বাতী সিনহা। ধর্মনগরের পৌলমী পাল, অর্পিতা দেবনাথ। তেলিয়ামুড়ার মন্দিরা দেবনাথ, বিউটি পাল, অস্মিতা দাস। সাব্রুমের দেবিকা ত্রিপুরা। শিবিরে সাপোর্ট পারসোন্যাল হিসেবে যারা থাকবেন কোচ শ্রাবণী দেবনাথ, কিশোর মুহুরী, ফিজিও হিরালী দেববর্মা, মিষ্টি দেব, ট্রেইনার সুখেন্দু দে।

কাজল স্মৃতি ফুটবলে ২২ গোলে বিশাল জয়, এসডিএম স্কুল মূলপর্বে

সুধন্য দেববর্মা স্কুল -২২ **প্রণবানন্দ -০**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। প্রায় দুই ডজন গোল। নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙছে। গোলের বণ্যায় ভাসছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম। সুবোধ দেববর্মার দল সুধন্য দেববর্মা স্কুল কার্যত চিড়ে খেলো প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে। গতি, দক্ষতা এবং শক্তি- তিন বিভাগেই প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের কার্যত আনকোড়া ফুটবলারদের থেকে এগিয়ে ছিলো সুধন্য দেববর্মা স্কুলের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের অ্যাস্টোটার্ফে কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি কাঠালিয়া স্কুলের ফুটবলাররা। প্রায় ৩ বছর পর যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য ফুটবল সংস্থা কাজল স্মৃতি আন্ত: স্কুল ফুটবলের আসর করছে এর সুফল কিন্তু পেতে শুরু করে দিয়েছে। সুধন্য দেববর্মা স্কুলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার প্রথম দিনের পর আজ দ্বিতীয় দিনেও নজর কেড়ে নিয়েছে। চার দিন আগে এসডিএম স্কুল ১৪-০ গোলে মধুবন কাঠালতলী স্কুল দলকে পরাজিত করেছিল। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাচালাং দেববর্মা ও সান জমাতিয়া। দুজনেই হ্যাটট্রিকসহ চারটি করে গোল করে সুবোধ দেববর্মার আক্রমণভাগের ওই সেরা অস্ত্র দুটি। দুদিনের খেলা দেখে মনে হলো ওদের মধ্যে গোল খিদে রয়েছে। এছাড়া সুধন্য দেববর্মা স্কুলের হয়ে এদিন খাবাই দেববর্মা, সঞ্জিত কুমার জমাতিয়া, বিজয় দেববর্মা প্রত্যেকে হ্যাট্রিক করে জাত চিনিয়েছে। এছাড়া খাসিয়া দেববর্মা এবং ইসাক দেববর্মা দুটি করে এবং লামসাক জমাতিয়া একটি গোল করে। বিজয়ী দল প্রথমার্ধেই ১১-০ গোলে এগিয়ে ছিলো। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি সুশান্ত দাস, জামাল হোসেন বিতেন্দ্র রিয়াং ও ইন্দ্রানী দে। আরও বড় ব্যবধানে এদিন জয় পেতে পারতো সুধন্য দেববর্মা স্কুল। যদিনা বেশ কয়েকটি সুযোগ হেলায় নষ্ট না হতো। আগামীকাল মতিনগর স্কুল খেলবে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল ৪ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

আমবাসায় স্কুল ক্রিকেটে সেন্ট আর্নল্ডস-এর ২য় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। সহজ জয় সেন্ট আর্নল্ডস স্কুলের। দ্বিতীয় জয় পেলো ওই স্কুল। শনিবার পরাজিত করলো কুলাই কলোনী হাই স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। কুলাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সেন্ট আরনল্ডস স্কুল ১৬৯ রানে পরাজিত করে কুলাই কলোনী হাই স্কুলকে। সেন্ট আরনল্ডস স্কুলের গড়া ২২৮ রানের জবাবে কুলাই কলোনী হাই স্কুল মাত্র ৫৯ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের শান উপাধ্যায় ব্যাট হাতে ৫০ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নেয় এবং বিজীত দলের নয়ন শর্মা ৫ উইকেট পেয়েছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সেন্ট আরনল্ডস স্কুল ২২৮ রান করে। দলের পক্ষে শান উপাধ্যায় ৪৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, দ্বীপ রুদ্র পাল ১৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, সৌরভ চক্রবর্তী ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপাল ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং রূপম পাল ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৭৫ রান। কুলাই কলোনী হাই স্কুলের পক্ষে নয়ন শর্মা (৫/২৬) এবং শুভঙ্কর দাস (২/৩৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে মাত্র ৫৯ রানে গুটিয়ে যায় কুলাই স্কুল। দল সর্বোচ্চ ২৮ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে একমাত্র বিশ্বজিৎ রুদ্রপাল (১২) দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। সেন্ট আরনল্ডস স্কুলের পক্ষে শান উপাধ্যায় (৯/৪), রূপম পাল (৩/৯) এবং রোহন দেব (৩/১১) সফল বোলার।

রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবায় মেট্রিক্স দাবাড়ুদের দাপট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। প্রথম দিনেই দাপট দেখালো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু-রা। রাজ্য অনূর্ধ-৭ আসরের বালক এবং বালিকা বিভাগে। রাউন্ড রবীন লিগ ভিত্তিতে শনিবার প্রথম দিনে হয় তিন রাউন্ডের খেলা। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত ওই আসরে ৩ রাউন্ডে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শুভায়ন দাস এবং বালিকা বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দেবাঙ্গী শীল শীর্ষ স্থানে রয়েছে। পৌনে ৫ বছরের দিবাঙ্গী এবারই প্রথম রাজ্য আসরে অংশ নিলো। বালক বিভাগে আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রোহিল সাহা এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য। ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কানিষ্ক চৌধুরি এবং অদ্রিত রায় ভট্টাচার্য। বালিকা বিভাগে ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অবান্তিকা চক্রবর্তী এবং অক্সিতা সাহা। দুবিভাগে মোট ১৫ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছে। এদিকে রাজ্য মহিলা দাবায় অংশ নেয় ১২ জন দাবাড়ু। এরমধ্যে স্কুল পড়ুয়া দাবাড়ু-র সংখ্যা বেশী। আসরে ২ রাউন্ডের শেষে পুরো ২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস, আরাধ্যা দাস এবং সঙ্গিতা সাহা। দেড় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে একান্তিকা সরকার। খেলা পরিচালনা করেন অনুপম ভট্টাচার্য।

প্রস্তুতি ম্যাচে কেবিআই-কে হারিয়ে জয়ী প্রগতি পি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। জয় পেলো প্রগতি প্লে সেন্টার। প্রস্তুতি ম্যাচে। ৯ উইকেটে পরাজিত করলো এন এস আর সি সি। প্রগতি বিদ্যাভবন মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে এন এস আর সি সি টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ৭৮ রান করে। দলের কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন রান করতে পারেনি। প্রগতির পক্ষে নজর কাড়ে অনিকেশ বিশ্বাস। দখল করে ৫ উইকেট। জবাবে খেলতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। প্রগতির পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু ৩২ রান করে। এরপর ইয়াশ দেববর্মা এবং রাহুল মিঁয়া অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ওই ম্যাচের মধ্য দিয়ে ক্রিকেটারদের ভুল ত্রুটিগুলো দেখে নেন প্রগতির কোচ নয়নমনি দেববর্মা।

ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এবং বিশিষ্ট লেখিকা, শিক্ষাবিদ পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপক সুধা মূর্তি শনিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বৈঠকে পাস হল সৌরভ গাঙ্গুলিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর করার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বোর্ড মিটিং-এ পাস হল প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর করার সিদ্ধান্তের। একথা জানান পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।৩৫ তম ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস- এর মিটিং হয় শনিবার গীতাঞ্জলী রাজ্য অতিথিশালায়।এতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য বন সংরক্ষক, পর্যটন, পূর্ত দপ্তরের সচিব ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সহ সদস্যরা। রাজ্যের পর্যটনের আরও উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, ত্রিপুরার পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছানের জন্য ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায় পাস করানোর আগে এদিন বোর্ড-র সভায় পাস করানো হয়। তিনি জানান, এর পরেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তি হবে।

করমন্ডল এক্সপ্রেস দূর্ঘটনা, প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগঠনের প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক স্থগিত রাখল ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চা। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে রাজ্যভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু শুক্রবার রাতে উড়িষ্যার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় পরে। এতে দুই শতাধিক নিহত হন। ও সাড়ে তিনশোর বেশি সাহত হন। এই অবস্থায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ও ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নির্দেশে এই বৈঠক স্থগিত করা হয়। শুধু মাত্র এদিন ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করে ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে কর্মসূচী স্থগিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, সংগঠনের রাজ্য প্রভারি বিধায়ক কিশোর বর্মণ, রাজ্য সভাপতি জওহর সাহা সহ অন্যরা।

ওড়িশার বালেশ্বরে ৩টি ট্রেনের দুর্ঘটনায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা। গুরুতর আহতদের ২ লক্ষ টাকা এবং অল্প আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন প্রদেশ বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ঘটনায় হতাহতদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে এদিনের রাজ্যের সমস্ত কর্মসূচী স্থগিত রাখার। তার জন্য কিষাণ মোরচার কার্যকারিণী বৈঠকে শোক প্রস্তাবের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন মন্ত্রী। বিজেপি মানবতাবাদে বিশ্বাসী বলে জানান।

রাজ্যের ক্যুইন আনারসের জিআই ট্যাগ ব্যবহার করার অনুমতি তিনশ কৃষককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ত্রিপুরার কুইন আনারসের জিআই ট্যাগ ব্যবহার করার অনুমতি ৩০০ কৃষককে। আগেই বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে ত্রিপুরার রানি আনারস। এই আনারস পেয়েছে জিআই-র তকমা। তাতে খুশির হাওয়া ত্রিপুরায়। কারণ এবার ৩০০ জন কৃষককে এই আনারসের জিআই ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রায় সব রাজ্যেই উৎপাদন করা হয় আনারস। কিন্তু স্বাদে এবং আকারে সবার চেয়ে আলাদা এবং অনন্য ত্রিপুরার রানি আনারস। এই আনারস জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন পাওয়ায় ত্রিপুরার কৃষকদের সচেতন করার জন্য একটি সেমিনার করে উত্তরপূর্ব উন্নয়ন দফতর।সেখানেই ন্যারামেকের তরফে ৩০০ কৃষককে এই জিআই ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। আগেই এই আনারস রফতানি করা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সেই সঙ্গে দেশেও এই আনারসের বাজার পাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার।এই লক্ষ্য নিয়ে কিছুদিন আগে দিল্লির প্রগতি ময়দানে রানি আনারসের প্রদর্শনী করা হয়। তারপরেই আগরতলায় ওই সেমিনার করা হয়েছে। সেখানে ছিলেন ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ওই সেমিনারে হাজির ছিলেন প্রায় ২০০ জন রানি আনারস উৎপাদনকারী। কৃষিমন্ত্রী জানান, রাজ্যের কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা এবং এই আনারস আরও বেশি করে রফতানি করার লক্ষ্য নিয়েছেন তারা। কেন্দ্র সরকারও এই আনারস এবং ত্রিপুরার কৃষিপণ্যকে তুলে ধরার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে কৃষকরা অনেক বেশি উপকৃত হবেন বলেও জানান তিনি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'এর ফলে এই রানি আনারসের গুণমান বজায় থাকবে। ত্রিপুরার কৃষকদের আয় এবং জীবনযাপন করার মানও বাড়বে। সেই সঙ্গেই কেউ আনারসের অপব্যবহার করতে পারবেন না।'

ত্রিপুরায় বাংলাদেশী যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে থানায় খবর আসে, এক যুবক ধর্মনগর রাজবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে ঘোরাফেরা করছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে ধমর্নগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করেছে। তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে। পুলিশী জেরায় ওই যুবক অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে কোনো বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি। ধৃত যুবক বাংলাদেশের চন্ডিপুরের বাসিন্দা সুরজিৎ দেবনাথ বলে পরিচয় মিলেছে। তাঁকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। ৩ জুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস। ২০১৮ সাল থেকে এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে।শনিবার তারই অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এর উদ্যোগে বাইসাইকেল ফর হেলথ- এই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজধানীতে এক বাইসাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র্যা লিটির সূচনা করেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশীষ দাস। একই সঙ্গে তিনি র্যাসলীতে অংশ নেন। প্যালেস কম্পাউন্ড স্থিত পশ্চিম জেলা মুখ স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে থেকে র্যা লিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রতিটি জেলা সদরে এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। প্রযুক্তির বিকাশের ফলে যান বাহনের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু পরিবেশ এবং মানুষকে শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখতে বাই সাইকেলের ব্যবহার বাড়াতে হবে বলে জানান পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশীষ দাস।' সাইকেল ফর হেলথ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের সাথে উত্তর জেলা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর এর আর্থিক সহযোগিতা এবং উদ্যোগে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জেলাভিত্তিক বাইসাইকেল র্যারলি অনুষ্ঠিত হয়। নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা , এনএসএস ইউনিট উত্তর জেলা , পদ্মপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর সহযোগিতায় এবং উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হয় রেলি।সকালে ধর্মনগর অর্ধেন্দু স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ধর্মনগরের শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় স্মৃতি ভবনের সামনে শেষ হয়। বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অলক কুমার ধর ,ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার, উত্তর ত্রিপুরা। কুনাল গৌতম জেলা যুব আধিকারিক, নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা। অখিল বৈদ্য ডিসটিক সেক্রেটারি,এন এস এস ইউনিট উত্তর ত্রিপুরা। রণদীপ রুদ্র পাল, এদ্রস্ত্রুত্বত্র উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থা। বাইসাইকেল র্যা লিতে এনএসএস , এনওয়াই কে,ভারত স্কাউট গাইড, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস টি একটি সহজ, সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার এবং টেকসই পরিবহন মাধ্যম হিসাবে সাইকেল উদযাপন এবং স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিক্ষা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য এর সুবিধাগুলি প্রচার করার জন্য একটি দিন। এটি ২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৩ জুন পালিত হয়।

বিশালগড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ছিনতাই পুলিশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। বিশালগড়ে একেরপর এক ছিনতাই এর ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের জালে তুলতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকার যুবক দ্বীপজয় দত্ত রাবার বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন।রাউৎখলা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় আসতে তিন দুষ্কৃতীকারী মিলে দ্বীপজয় দত্তকে বেধড়ক মারধর করে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও দ্বীপজয়ের গলায় থাকা এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে নিয়ে যায়।দ্বীপজয় কোনরকমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।দ্বীপজয় ছিনতাইবাজ তিন জন কে চিনতে পারে। ছিনতাই বাজদের নাম হল সোনাই,সুমন ও বংশী।এরা তিনজনই রাউৎখলার বাসিন্দা।এরা রাস্তার পাশে বসে মদ্যপান করছিল।এমন সময় দ্বীপজয়কে পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নগদ অর্থ সহ গলার চেইন ছিনতাই করে। স্থানীয় বিধায়কের কড়া হুঁশিয়ারির পরেও কেন থামছেনা এইসব ঘটনা। সমাজদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে ব্যার্থ পুলিশ। প্রকাশ্যে ছিনতাইবাজ, নেশা বেপারী ছিচকে মাস্তানরা ঘুরে বেড়ালেও বিশালগড় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। এনডিপিএস ধারায় দু দুটি মামলা থাকা অভিযুক্তকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাতে পারছে না বিশালগড় পুলিশ।দ্বীপজয় ছিনতাই বাজদের নাম দিয়ে বিশালগড় থানায় সন্ধ্যায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

মহিলা কমিশনের সামনে বিক্ষোভ নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রাজ্য মহিলা কমিশনের সামনে শনিবার বিক্ষোভে সামিল হয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রাজ্য কমিটি এক প্রতিনিধি দল। উপস্থিত নারী এক নেত্রী জানান, গত এক মাসে রাজ্যে পাঁচটি বধূ নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। সাতটি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা হয়েছে। চারটি শ্লীলতাহানির ঘটনা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা যথেষ্ট হয়নি। যার ফলে এই দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিদিন উৎসাহিত হয়ে এ ধরনের ঘটনা আরো সংগঠিত করে চলেছে। সম্প্রতি আগরতলা রামনগরে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির করেছে, মেলাঘরে এক ছাত্রীকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা, উদয়পুর কাকড়াবনে পাঁচ বছরের শিশু কন্যা পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে, টেপানিয়া পার্কে তিন যুবক মিলে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করেছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ার দেন।

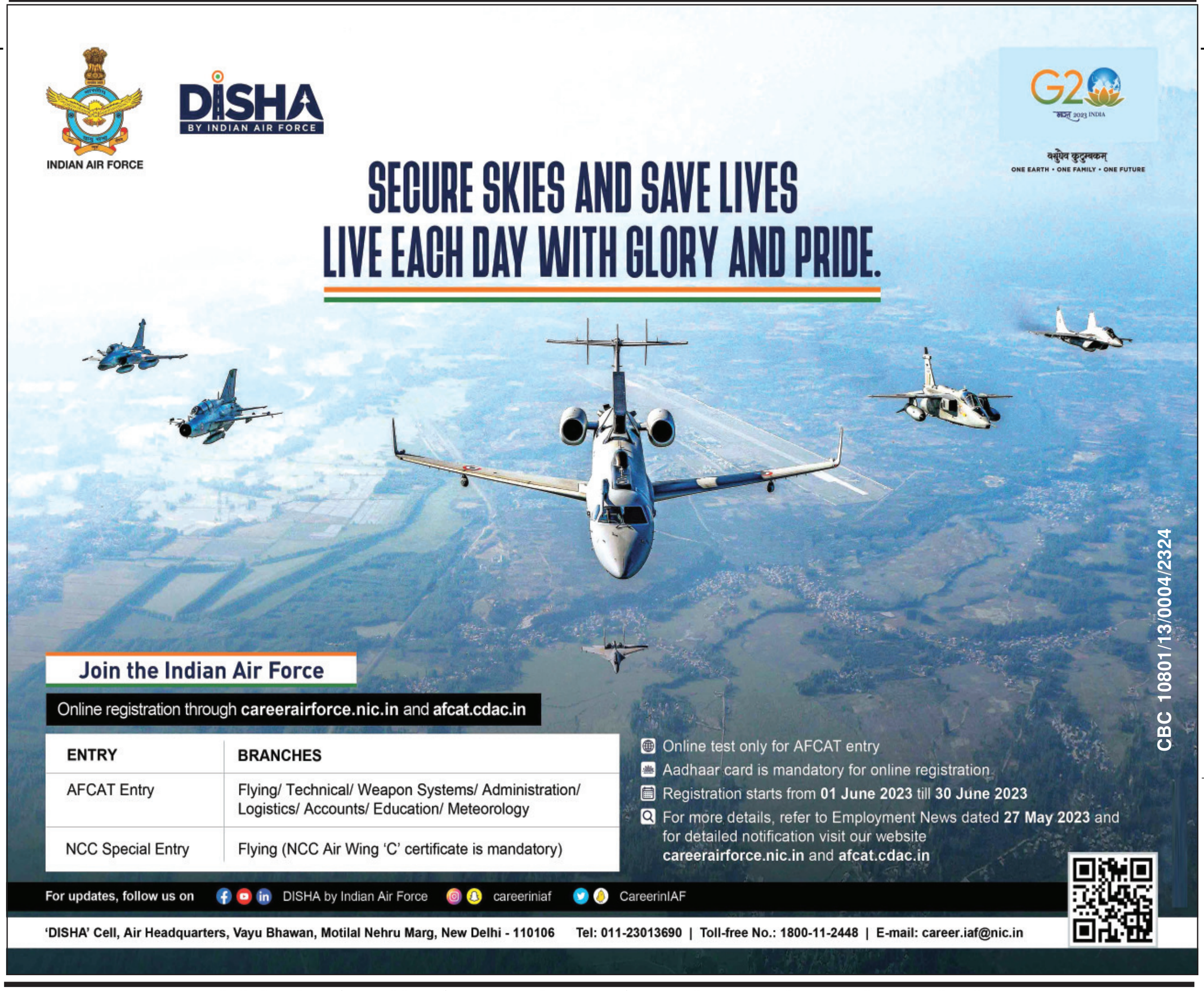

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।